কুসুম-মালা।

কুসুম-মালা।

শ্রীগোপালকৃষ্ণ ঘোষ প্রণীত।

কলিকাতা:
নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
১২৮৫।

PRINTED AND PUBLISHED

BY J. N. VIDYARATNA, AT THE NEW BENGAL PRESS,

38, SHAMPOOKER STREET,

CALCUTTA.

সূচীপত্র।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।

কুসুম-মালা।

মানস-বাসিনী।

ধর, প্রিয়ে, ধর—দিব স্নেহ-ডালা,—
হৃদয়-কুসুমে গেঁথেছি এ মালা,—
তুমি প্রাণ-ধন—প্রাণেরি এ জ্বালা
জুড়াও নেহারি করুণাপাঙ্গে!

বড় সাধ, প্রিয়ে, ছিল মনে মনে,
বিপিন-জনিত কুসুম-রতনে
তুলি নিজ করে—আনি সযতনে
সাজাইব তব সুকোমলাঙ্গে।—

কুসুম-মালা।

বেণীতে বিনায়ে বকুলের মাল,
দিতাম কণ্ঠেতে নলিনীর নাল,
শ্বেতপুষ্প দিয়া সাজাতাম ভাল,
রাঙা পদ দুটি রাঙা পদ্-ম দিয়ে।

রচি সুকৌশলে চারু কিশলয়
দুটি কর বেড়ি দিতাম বলয়,
পদ্মরাগে যথা মরকত হয়,
তেমতি ভূষণ শোভিত প্রিয়ে।

আনি বন হ'তে লতিকারি ফুল
যুগল কর্ণেতে দোলাতাম দুল,
যুঁতির কুণ্ডল ঘেরি কর্ণমূল
পুরিত সুগন্ধে প্রমোদবন।

সে গন্ধে মাতিয়া মধুকর যত
কুণ্ডলে কুণ্ডলে উড়িত বসিত,
কুসুম বিভ্রমে কপোলে ধাইত,
তাহে পরস্পর বাধিত রণ।

মানস-বাসিনী।

সে ভ্রম-জনিত অনুরাগ তার
হেরি হ'ত প্রাণে যাতনা আমার,
খেদাতাম রোষে করে বারম্বার
খেপাইয়া সেই মধুপকুল।

যে পরশ সুখ হইত আমারি—
সে সুখ কি প্রিয়ে প্রকাশিতে পারি?—
মরমে মরমে তড়িত সঞ্চারি
কম্পিত করিত জীবনমূল।

এ সকল ভূষা সমাপন হ'লে
নামিতাম গিয়া সরসীর জলে,
আনিতাম তুলি পদ্ম-পত্রদলে,—
মোহন মুকুট রচিতে তায়।

রচি সে মুকুট, মল্লিকার হারে
লহরে লহরে গাঁথি চারি ধারে
দিতাম টগর মুকুট মাঝারে,—
যেন সন্ধ্যামণি মেঘের গায়।

'রোপি সে মুকুট চারু শিরোপরি
বসাতাম বনে বনদেবী করি,
নীলাম্বর-তলে শ্যামছত্র ধরি,
গন্ধবহ হ'ত বীজনকারী

নেহারি নয়নে সে রূপ তোমার—
সে শশিবদন—সুধার আধার,
উথলিত হৃদে সুখ পারাবার,
পূর্ণিমাতে যথা সিন্ধুর বারি!

ভক্তজন যথা মাতি ভক্তিমদে
পূজে শক্তিপদ চারু কোকনদে,
জীবনে মরণে—সম্পদে বিপদে—
করুণা-অপাঙ্গে হেরিতে তায়।

আমিও তেমতি—হৃদয়বাসিনি—
জাগ্রতের ধ্যান—স্বপ্নের মোহিনি—
এ সংসার-মরু-তরু সুশোভিনি—
বসি সরসিজ-নিন্দিত পায়,

মানস-বাসিনী।

স্মরি অদর্শন-দারুণ-বেদনা—
নিরাশার শোক—আশার লাঞ্ছনা,—
স্মরি যত কিছু দিয়েছ যাতনা,
এ প্রেম অঞ্জলি দিতাম প্রিয়ে ;

• • •

কহিতাম আমি কৃতাঞ্জলিপুটে,
অদর্শন যেন আর নাহি ঘটে,
হেরি যেন সদা আঁখির নিকটে
যত দিন ভবে রহিব জীয়ে।

দেখা দিলে নভে পূর্ণিমার শশী,
উজলিয়া বন বিজন সরসী,
নিবিড় কাননে দুজনায় পশি
ভ্রমিতাম সেই অটবীমাঝে।

শুনিতাম ঘোর যামিনীর স্বর,
বায়ুর স্বনন—পত্রের মর্ম্মর,
দেখিতাম পত্র-ছায়া-নৃত্যকর
জ্যোৎস্নার কোলেতে কেমন সাজে !

কুসুম-মালা।

শুনিতাম শশী কুমুদী দু'জনে
কিবা প্রেমালাপ হয় সে বিজনে,
তারাতে তারাতে—তরু তরুসনে—
কি কথা প্রকৃতি নিশারে কহে।

কি ভাবে সমীর নিথর সরসে
কাঁপায় কুমুদ কহ্লার হরষে,
কুসুমে কুসুমে সুখদ পরশে
অলক্ষিতে কিবা সুগন্ধ বহে।

নিদ্রা আকর্ষিলে নলিন আঁখিতে,
শিরটি আমার বক্ষেতে রাখিতে,
সুখে ঘুমা'তাম সুখে ঘুমাইতে
প্রকৃতির শ্যামশয়নোপরি।

যেমন রজনী প্রভাতা হইত,
বিহঙ্গকূজনে কানন পূরিত,
তব সুধা স্বর মোরে জাগাইত—
নিশার স্বপনে সফল করি!

মানস-বাসিনী।

উঠি দুইজনে যেতাম যথায়
সরসীর হৃদে পদ্ম শোভা পায়,
ঠেলি কুবলয় উৎপল সবায়
পশিতাম স্বচ্ছ সলিল মাঝে।

শিখায়ে তোমারে—তোমাতে আমাতে
সন্তরি সন্তরি বিমল বারিতে
তুলিতাম পদ্ম মৃণাল সহিতে—
সাজা'তাম তোমা পদ্মের সাজে।

কহিতাম আমি এস কেবা কারে
সন্তরণে, প্রিয়ে, জিনিবারে পারে,
অমনি দুজনে সাঁতারে সাঁতারে
ছুটিতাম সেই কমলসরে।

ধরি ধরি কিন্তু ঘটিত নিরাশ,
জয় হ'তে সুখ হারি তব পাশ,
অমনি তোমার বিজয়-উল্লাস
ভাসিত সুধাংশুবদনোপরে।

কুসুম-মালা।

আবার বেগেতে ছুটিতে হাসিয়া,
পদ্মবন মাঝে পদ্মিনী হইয়া,
মাঝে মাঝে গতি ছলে শিথিলিয়া
কহিতে আমারে 'ধর না আসি'।

যেতাম বেগেতে ধরিতে তোমারে,
অমনি ছুটিতে মৃণাল মাঝারে,
ভোলা আঁখি মোর ভুলায়ে আমারে
সুধুই হেরিত সুধার হাসি।

কহিতাম শেষে মানিলাম হারি,
জিনিয়াছ তুমি বিজয় তোমারি,
ধরা নাহি দিলে ধরিতে কি পারি,—
এ খেলা নাহিক খেলিব আর।

এ খেলা খেলিতে বাজে বড় চিতে,
ছাড়াইছ মোরে না পারি দেখিতে,
অমনি প্রেয়সি হাসিতে হাসিতে
ফিরিয়া আসিতে নিকটে মোর।

মানস-বাসিনী।

কৃষ্ণ জল মাঝে রক্তিম বরণ
প্রভাত-কিরণ-মাখা-পদ্মবন—
তদুপরি তব আরক্ত বদন,—
যে শোভা নয়নে কহিব কারে!

দুজনায় শেষে তীর্থ পরে আসি,
মুছাতাম তব কৃষ্ণ কেশরাশি,—
ঘনঘটা কোলে সৌদামিনীহাসি—
খেলিত লাবণ্য অলকভারে।

আইলে বরষা মেঘাচ্ছন্ন করি
সোণার সুদিন—রজত শর্ব্বরী—
ভাসাইয়া বন—সরোবর ভরি,—
বাঁধিতাম এক পল্লবগৃহ।

সব একাকার হইত যখন,
জলে জলময় সরসী কানন,
নির্ম্মায়ে একটী উড়ুপ কেমন
ভাসাতাম তরি যতন সহ।

তুমি তাহে প্রিয়ে হ'তে কর্ণধার,
বাহিতাম আমি ক্ষেপণী তাহার,—
ভ্রমিতাম সেই সলিল-বিস্তার
বরষার রূপ নিরখি কত।

বাহিতাম তরী তরুসারি দিয়া,—
ফল পুষ্প পাতা যেতেছে ভাসিয়া—
পদ্মবন সব গিয়াছে ডুবিয়া,—
সরসীর শোভা নাহিক তত।

নিশায় যখন কাল মেঘরাশি
মন্ত্রিত সঘনে, চপলার হাসি
চমকিত ক্ষণে কানন প্রকাশি,
বসি সে কুটিরে ঝাঁপিতে আঁখি।

কহিতাম আমি, এ ভয় তোমায়,
বন-নিবাসিনি, নাহি শোভা পায়,
দেখেছ প্রকৃতি মোহন ভূষায়,
বারেক এরূপ নিরখ দেখি ;

মানস-বাসিনী।

বারেক তুলিয়া চারু চন্দ্রানন
দেখ দেখি বন আঁধার কেমন !—
শুন দেখি কিবা গরজে গগন !—
থাকি থাকি কিবা দামিনী খেলে !

অমনি প্রেয়সি আরো ভীতা হয়ে,
বনমৃগী যেন নিষাদের ভয়ে,
কহিতে শিরটি লুকায়ে (এ) হৃদয়ে,
"নারিব দেখিতে পরাণ গেলে !"

এইরূপে মোরা কানন-আলয়ে
যাপিতাম কাল প্রফুল্ল হৃদয়ে,—
প্রকৃতির সনে প্রকৃতি মিশায়ে,—
না যেতেম সেই সংসারমাঝে ;—

যথা নরহৃদি আশাতৃষ্ণানলে
পুড়ে দিবানিশি—দিবানিশি জ্বলে,
যথা শোকসিন্ধু সতত উছলে—
বজ্র হেন দুঃখ হৃদয়ে বাজে !

যথা নিরন্তর বাক্যবাণ ছুটে,
যথায় বন্ধুতা প্রতি বাক্যে টুটে,
যথা নারীপ্রেমে হলাহল উঠে,—
শয্যাতে যথায় দংশয়ে অহি!

হেন লোকালয় ত্যজিয়া দুজনে
থাকিতাম সেই নির্জ্জন কাননে,
তটিনী যেমন তটিনীর সনে,
জীবনে জীবন মিশায়ে রহি!

প্রকৃতি তোমারে নূতন করিয়া,
সংসার-কলুষ-চিহ্ন মুছাইয়া,
গঠিত আপন চারু রূপ দিয়া,—
রমণীর সার তোমারে করি।—

উষার সুরাগ দিত সে কপোলে,
জ্যোৎস্নার সুষমা হাসির হিল্লোলে,
সরসী-স্বচ্ছতা দুটি আঁখি-স্থলে,—
যতেক সৌন্দর্য্যে হৃদয় ভরি!

স্বভাব-রূপিণী স্বভাবের প্রিয়া,
স্বভাব অঙ্কেতে পালিত হইয়া
স্বভাবের প্রেমে উছলিত হিয়া,—
না জানিতে কভু চাতুরী ছলা!

পাপ-উপজিত লজ্জা ভয় আসি
ম্লান না করিত তব রূপরাশি,
না করিত বক্র বদনের হাসি,—
নাহি পরশিত পাপের মলা।

অথচ কোমল নলিনীর প্রায়,
প্রত্যেক বায়ুতে যাহারে হেলায়,—
অথচ সরল শ্যামলতাকায়,—
প্রকৃতি-কৃপায় হইতে তুমি।

প্রাণাধিক তোমা বাসিতাম ভাল,
এ নয়নে মোর হ'তে তুমি আল,
জ্ঞানের চরম, বাসনার ফল,—
রহিতে উজলি কানন-ভূমি।

যদি কালবশে, থাকিতে জীবিত,
সে স্বর্ণ প্রতিমা লুটায়ে পড়িত,
এ নয়নে বারি নাহিক ঝরিত,—
নাহি করিতাম বৃথায় খেদ।

জীবনে যেমত সাজাতাম প্রিয়ে,—
বনফুলদলে বনমালা দিয়ে,—
সাজাতাম তোমা পদ্মপত্রে থুয়ে,
জীবনে মরণে পাসরি ভেদ।

প্রভাতের ম্লান পূর্ণচন্দ্রানন,—
মাখাতাম তাহে সুবাস চন্দন,
প্রকৃতি ভাণ্ডারে যতেক ভূষণ
একে একে সব দিতাম আনি।

নিজ করে করি সমাধি খনন
বিছাতাম তাহে কুসুমশয়ন,
আলিঙ্গি তোমারে জন্মের মতন
সঁপিতাম তাহে সে তনু খানি।

অনন্তর সেই সমাধি উপরি
ক্ষুদ্র মঠ এক নিরমাণ করি,
যাপিতাম কাল দিবা বিভাবরী
জীবনের সুখ বিসর্জ্জি সব।

শেষে কায়া মন একত্র হইয়া—
কায়ার যাতনা সব পাসরিয়া—
নব বেশে তোমা নূতন ভূষিয়া
দেখিতাম পুনঃ বদন তব।

নক্ষত্রনয়না—বিজলীরূপিণি,—
বিমানবাসিনী—সৌরভ ব্যাপিনি—
তারকা-নিক্কণ-মধুর-ভাষিণি,—
আঁধার নয়নে উদিতে আসি।—

অমনি প্রেয়সি বিহ্বল হইয়া
যেতাম ধরিতে বাহু পসারিয়া,—
আলোকে আলোক পলকে মিশিয়া
হ'তাম দুজনে বিমানবাসী।

যত আশা মোর ছিল হৃদে প্রিয়ে,
একে একে সব জলাঞ্জলি দিয়ে,
এ অন্তর এবে পাষাণ করিয়ে
সংসারতরঙ্গে দিয়েছি ঝাঁপ।

কিন্তু সে কঠিন পাষাণভিতর
কোথা হ'তে এক তরু মনোহর—
চির কুসুমিত—অতীব সুন্দর—
জনমি জুড়ায় নয়নতাপ!

কিবা হিম গ্রীষ্ম কিবা নিশি দিবা,
ভরিতেছে হৃদি সুগন্ধেতে কিবা,
কৃষ্ণ সরসীতে যেন শশিবিভা
উজলিছে মোর হৃদয়ভূমি।

নাহি তার মূলে ঢালি বারিধারা,
সদা দহে তাপে—ছায়া-জল-হারা,
তবু শোভাময় স্বর্ণতরু পারা,—
যেমন সুন্দর প্রেয়সি তুমি।

তুমিই তাহার একই কারণ—
তুমিই তাহার অনন্ত জীবন,—
তব নিরুপম রূপ বিমোহন
    সৃজিয়াছে এই শোভার রাশি।

যদবধি তুমি নয়নে ভাতিলে,
শশাঙ্ক-সুষমা জগতে ছড়ালে—
এ চিত-তিমির পলকে নাশিলে
    হাসিয়া ভুবনমোহিনী হাসি।

এ জীবন মোর হ'ল স্বপ্ন প্রায়,—
সে স্বপনো ক্রমে ফুরাইয়া যায়,
এ যাতনা আর কহিব কাহায়—
    কেবা ঘুচাইবে মনের কালি!

স্বপন-সম্ভবা তুমি স্বপ্ন-নারী,
স্বপ্নে দেখা দিয়ে করেছ ভিখারী,
এ স্বপ্ন-কাহিনী তাইসে তোমারি
    করেতে উদ্দেশে দিলাম ডালি।

কে ঐ !

অকূল জলধিতীরে,

বসিয়া অচল-শিরে,

অদ্ভুত মানব এক দেখিনু নয়নে।

সুতনু সুবর্ণপ্রভা,

ঊর্দ্ধনেত্রে চারু শোভা,—

তন্ত্রী এক ধরি করে বাজায় সঘনে।

ধ্যান জ্ঞান আছে যত

দৃষ্টিবিম্বে পরিণত,—

সে দৃষ্টি অনন্ত নীল গিয়াছে ভেদিয়া।

নিম্নেতে পর্ব্বত-গায়,

ধাইয়া পর্ব্বত প্রায়,

উন্মত্ত তরঙ্গরাশি পড়িছে গর্জ্জিয়া ;

বাজে তন্ত্রী ঘন ঘন,
ঊর্দ্ধে করি আস্ফালন
গ্রাসিবারে ধায় যেন সেই মহাজনে ;—
তরঙ্গ গরজে যত
সে নর অচল তত—
ততই তড়িত-দীপ্তি ফুটে সে নয়নে।

দেখিতে দেখিতে পরে,
নীল জলে—নীলাম্বরে—
বিমল চন্দ্রমালোক ক্রমশঃ ব্যাপিল ;
তাহে সেই অকূপার
অপার হইল আর,
সফেন তরঙ্গরাশি বিকট হাসিল।

হেন কালে আচম্বিতে,
সে অকূল জলধিতে
একটি রজত বিন্দু সহসা জন্মিল।—
অমনি জলধি কায়,
বিপুল অচল প্রায়,
স্ফীত হয়ে উঠি শূন্যে আবার পড়িল।—

বিস্ময়ে বিমানপথে
দেখিনু চন্দ্রমা হ'তে
ক্রমশঃ রজত বৃষ্টি হ'তেছে তাহায়—
ক্রমশঃ জলধি জল
স্ফীত যেন হিমাচল,—
তাহারে সুধাংশু পূর্ণ সুধাতে ভাসায়।

এই মত কত ক্ষণ
হইল সে বরিষণ,
অবশেষে শশী সহ যত তারা ছিল—
যামিনী-হৃদয় ভরি,
মধুর নিক্কণ করি,
নাচিতে নাচিতে আসি সিন্ধুতে পড়িল।

অমনি সাগর-হ্রদে
মধুর গম্ভীর নাদে
যোজন যোজন বাদ্য মুহূর্ত্তে ছুটিল,
মুহূর্ত্তে সে অম্বুরাশি
ভয়ঙ্কর সমুচ্ছ্বাসি
প্রলয় কল্লোলে পুনঃ আছাড়ি পড়িল।

আবার নিথর সিন্ধু !—
নাহিক সে পূর্ণ ইন্দু—
নাহিক একটি তারা বিমান-বিস্তারে ;
নীরব সাগর দেশ,
নাহিক শবদলেশ,—
একটি তরঙ্গ নাহি অপার পাথারে।

দেখিতে দেখিতে পুনঃ
গরজিল ওই শুন !—
ঝঙ্কারিল তন্ত্রী সেই অতি ভয়ঙ্কর !—
বাজিল অশনি বেগে,—
যেন দেখা মেঘে মেঘে !—
উপজিল তাহে বাদ্য অতীব প্রখর !

* * * * *

সহসা সিন্ধুর জলে
দেখিনু সুবর্ণ ঝলে—
সহসা গগনোপান্তে উষার বরণ
বিনাশি নিশির তম,
প্রজ্বল কাঞ্চন সম,
শোভিল মণ্ডিয়া স্বর্ণে সাগর-জীবন।

পরে সে আরক্ত-ছবি
বিশাল-মণ্ডল রবি
উঠিয়া [illegible];
ক্রমেতে পরিধি তা'র,
জ্বলন্ত অনলাকার,
ক্ষণে ক্ষণে তেজোময় হইতে লাগিল।

পাবক-পরশে যথা
দগ্ধ শুষ্ক তৃণ—তথা
শোভাময় নভ-নীল অসীম বিস্তার
সে রবি পরশ মাত্রে,
বিবিধ বিরূপ চিত্রে,
দেখিলাম স্থানে স্থানে গহ্বরাকার

পুড়িয়া হইল—তায়
অগ্নিরাশি দেখা যায়,—
বহ্নিময় ভাস্করের ভয়াল মুরতি।
যত রবি-জ্বালা ফুটে,
ধূ ধূ করি শিখা ছুটে,—
পরশি নীলিমা-গায় বিস্তারে ঝটিতি।

শিখায় শিখায় মিশি
ব্যাপিলেক দশ দিশি—
জ্বালাইল অগ্নিকুণ্ড অনন্ত গগনে ;
সে তাপে নীলিমা যত,
তরল অনল মত,
গলিয়া গলিয়া সেই জলধি-জীবনে,

বহ্নির সাগর প্রায়
করিল সে মহাকায়
মহাসিন্ধু-বারিরাশি দেখিতে দেখিতে।
প্রজ্বলিত রবি তায়
ব্যাপিল গগন-গায়,
বিপুল অনল-সিন্ধু লাগিল ফুটিতে।

পুনঃ চিত চমকিল,
পুনঃ কর্ণে প্রবেশিল,
সহসা গম্ভীর এক নিনাদ ভীষণ,
কাঁপাইয়া সলিলেশ
কাঁপায়ে অম্বরদেশ
মন্ত্রিয়া জীমূত প্রায় পূরিল বিজন।

কুসুম-মালা।

চকিতে দেখিনু চাহি—
আর সে অনল নাহি,—
নির্ম্মল আকাশে রবি আরক্ত মুরতি
নীল সিন্ধু-স্থির-নীরে
অস্ত যায় ধীরে ধীরে—
ছড়াইয়া রত্নরাশি করিতেছে গতি।

সহসা বিমলাকাশে,
অস্তপ্রায় রবি পাশে,
এক খণ্ড কাল মেঘ আসি দেখা দিল।
ভানু অস্ত যায় যত
সে মেঘ বাড়িছে তত—
দেখিতে দেখিতে সব দিগন্ত ব্যাপিল।

লুকাল সন্ধ্যার আল,
অম্বর হইল কাল,
হইল জলধিবারি ধূসর বরণ;—
উভয় উভয় কোলে
আঁধারে আঁধার তোলে,—
মিশিয়া উভয়ে শেষে—সমুদ্র গগন,

যা যায় নয়নে দেখা,—
নিবিড় তিমিরে ঢাকা,—
আতঙ্কে হৃদয় কাঁপে—জ্ঞান হয় হেন—
কাল নিশি আসি ত্বরা
ঘেরিছে বিপুল ধরা,—
প্রলয়ে ডুবাতে এই চরাচর যেন!

সহসা তিমিররাশি
ভেদিয়া চপলাহাসি
এক কালে উজলিল তিমির-বিস্তার;—
দেখাইল সিন্ধুরূপ—
অতল সলিলস্তূপ,—
দেখাইল গগনের কালিম আকার।

ঘোর ঘনঘটা সঙ্গে,
নানা ছাঁদে নানা রঙ্গে,
খেলিতে লাগিল কিবা বিলোল বিজলী;
মন্দ্রিতে লাগিল ঘন—
যোজন যোজন যেন—
উঠিল প্রলয় বায়ু—উথলি উথলি

গর্জ্জিলা বারিধি রোষে,—
সে মহা পবন ঘোষে,—
পর্ব্বত প্রমাণ যত তরঙ্গ ছুটিল ;—
বিস্তারি ফেনিল কায়
ভয়ঙ্কর বেগে ধায়,—
বিপুল ফেনার রাশি সাগরে করিল।

বায়ু-বারি-বজ্র-মেলা
করিল বিকট খেলা,—
বায়ুরব বজ্রনাদ সাগর-গর্জ্জন
ক্রমেতে একত্র মিশি
পূরিলেক দশ দিশি—
কাঁপাইল মুহুর্ম্মুহুঃ অখিল ভুবন।

পাখী।

কোথা হ'তে পাখি তুমি এসেছ উড়িয়া?—
নহেত এ দেশে বাস,
কোথা থাক বার মাস?—
কোন্ সুখধাম পাখি এসেছ ত্যজিয়া?
এ দেশের পাখী যত
নহেত তোমার মত,—
নাহি গায় অবিরত অতৃপ্ত হইয়া,—
কে তুমি রে বল পাখি যথার্থ করিয়া।

না জানি বিহঙ্গ তুমি বিচিত্র কেমন!—
যেখানে সেখানে যাই,
ও রব শুনিতে পাই,—
জেগে ওঠে হৃদয়েতে কতই স্বপন—
কত কথা পড়ে মনে,
ওরে পাখি তোর গানে,—
মিছামিছি আঁখিনীরে ভাসি কি কারণ?—
বল পাখি খুলে বল তব বিবরণ।

এত গাও তবু তুমি না হও কাতর ;—
দিবানিশি নাহি জ্ঞান,
কেবলি করিছ গান,
কেমনে অন্তরে রয়ে কাঁদাও অন্তর ?
যামিনী গভীরা হ'লে,
জগত ঘুমায়ে গেলে,
মনে করি নিদ্রা যাব,—
নিদ্রা গিয়ে জুড়াইব,
অমনি শ্রবণে পশি তব কণ্ঠস্বর
কাঁপায় হৃদয়-তন্ত্রী, পাখি, নিরন্তর।

তখন এমনি, হায়, জ্ঞান হয় মনে—
চিনি পাখি আমি তোরে,
লুকাবি কেমন করে,—
কেমনে অন্তরে আর থাকিবি গোপনে।
মনে করি ভুলি নাই,
আবার ভুলিয়ে যাই,
কেবলি শুনিতে পাই,
কিন্তু তোরে ওরে পাখি না দেখি নয়নে ;—
বল পাখি বল তোর কিবা আছে মনে !

আমারো একটি পাখী ছিল রে কেমন !—

সোণার পিঞ্জর ছেড়ে

এক দিন গেল উড়ে,

তদবধি আর নাহি দিল দরশন।—

কত আদা দিয়ে তারে,—

কতই যতন করে,

পাছে দুঃখ হয় তার—

একটি বিহঙ্গ আর

সখা করে তার কাছে করিনু স্থাপন,

তবু সে নিদয় পাখী গেল কি কারণ।

বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা পাখি বড়ই দারুণ !—

এস দেখি দেখি, পাখি,

তুমি সেই পাখী নাকি,—

চিনিতে পারিবে কি সে সখারে এখন ?

বহু দিন হ'ল বলে

তারে কি গিয়েছ ভুলে,

তার যে হৃদয় মাঝে

এ বিরহ বজ্র বাজে,—

সেও যে তোমার রব করিয়া শ্রবণ

পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া চাহে করিতে ভ্রমণ।

মোর দিব্য ওরে পাখি যেওনা কোথায়!
দিবানিশি কাছে থাক,
অই বলে অই ডাক,
আর যে কিছুই ভাল লাগে না ধরায়!
হেন ইচ্ছা হয় মনে,
পাখী হয়ে পাখী সনে,
ভূমণ্ডল পরিহরি,
বিমানে বিহার করি,
ভ্রমি তব সাথে সাথে যথায় তথায়—
এ ভবে থাকিতে আর মন নাহি চায়!

হাসি।

বিধি কি মধুর হাসি দিয়েছে সে বদনে!
সে যে হাসি সুধাময়—
সুধার অধরে রয়—
সরসী-হিল্লোল যেন মাখা শশি-কিরণে—

হাসিতেই যেন বিধি গড়েছে সে কামিনী;—
হাসি তার ওষ্ঠাধরে—
হাসি সে কপোলোপরে—
হাসি তার দুটি চক্ষে—খেলে যেন দামিনী।

সে হাসি যখন আসি উজলিল নয়নে,
চমকিল আচম্বিত
এ মোর চকিত চিত—
জাগাইয়া যত মোর শৈশবের স্বপনে।

জ্ঞান হ'ল তারে আঁখি যেন কোথা হেরেছে ;—
যেন তারে জন্মান্তরে
হেরেছি স্বপ্নের ঘোরে,—
সে মাধুরী আজো তাই ভাঙা ভাঙা রয়েছে।

তবু তারে এত করে নারিলাম চিনিতে ;—
কত রূপ গন্ধ আল
থাকি থাকি চমকিল—
ঘেরি ঘেরি প্রিয় মুখ লাগিলেক ঘুরিতে ;—
তবু তারে এত কোরে নারিলাম চিনিতে।

আঁধার কাননে পশি সৌদামিনী খেলিল ;—
আঁধারে আলোক ভরি—
আল-অন্ধকার করি—
কত পরিচিত স্থল দেখাইতে লাগিল ;
কিন্তু সে বিহ্বল আঁখি চিনিবারে নারিল।

তার হাসি দিয়ে আমি তারে এবে জেনেছি ;—
ওই বটে সেই জন—
সেই মোর স্বপ্ন-ধন—
জন্ম জন্ম যারে আমি প্রাণে ভালবেসেছি!

নিশিতে বংশী-ধ্বনি।

আবার শুনিতে পাই সেই সুধা রব যে
এ আঁধার নিশিতে!
তেমনি মধুর স্বরে,
পরাণ শীতল করে,
সুশীতল জলে যেন জুড়াইছে তৃষিতে!
এই যে গভীর নিশি,
অন্ধকার দশদিশি,
শশিহীন গগন-মণ্ডল,
ধরায় নাহিক রব,
অচেতন জীব সব—
সমীরণ বহিছে কেবল।

এ হেন সময়ে আসি,
কে রে বাজাইছ বাঁশী,
সুধারাশি বরষি শ্রবণে।
এ রবে কি দুঃখ রহে,
বাজাও বাঁশরী অহে,—
কর স্নিগ্ধ এ তাপিত জনে;—
বহু দিন শুনি নাই,
এ জগতে কার ঠাঁই,
সুধাময় সঙ্গীত এমন,—
যত জ্বালা ছিল প্রাণে,
বাঁশী রে তোমার গানে
একেবারে হইল মগন!

এই যে আবার দেখি কাল মেঘ আসিয়া
ছাইতেছে গগনে!—
কখন যেতেছে চলে,
কখন মিলিছে দলে,
কালি দিয়া নভঃস্থলে আঁধারিছে ভুবনে।
প্রবল বহিছে বায়,
থাকি থাকি শুনা যায়
অস্ফুট সে মুরলীর ধ্বনি।

কভু কাছে কভু দূরে,
কভু বা শ্রবণ পূরে,
আবার নীরব যেন হতেছে অমনি।
ভয়ঙ্কর ঝঞ্ঝানিল!—
বাঁশীরব ফুরাইল,
আর নাহি পশিছে শ্রবণে,—
কি হ'ল অন্তর মম,—
তরঙ্গ-তাড়িত সম
ভগ্ন তরী নিরাশা-পুলিনে!
কেন বাঁশী বাজাইল—
কেন প্রাণ হরে নিল—
কেন মন দিলাম তাহায়!
যে দারুণ দুঃখানলে
এখনো অন্তর জ্বলে,
তবু তাহে পতঙ্গের প্রায়!

হৃদয়-কুসুম।

১

ভবন-পিঞ্জরবাসে হইয়া কাতর,
একদা দিবস-শেষে গেলাম কাননে,
দারুণ অন্তর-জ্বালা করিতে অন্তর,
হেরিয়া স্বভাব-শোভা—সেবি সমীরণে ;—
সে দিন রহিবে, হায়, চির দিন মনে !

২

ভানু অস্তমিত প্রায় পশ্চিম গগনে,
তখনো জলদ-কায় কিরণে রঞ্জিত,
নলিনী মুদিছে মুখ নায়ক বিহনে,
স্থানে স্থানে ছায়াদলে অবনী আবৃত,—
কাহার হৃদয়ে সুখ কাহার তাপিত।

৩

কাননের শোভা, আহা, নিরখি নয়নে,
বিপুল আনন্দরসে রসিল হৃদয় ;—
কত ভাব উপজিল চিন্তাকুল মনে,
কেমনে প্রকাশি আমি কহি সমুদয়,—
জন্ম, মৃত্যু, বাল্য-লীলা, রমণী-প্রণয়।

৪

কিন্তু পরে লুকাইল সে ভাব অন্তরে ;
কেবল প্রকৃতি-রূপ হেরিয়া মোহিত,
ভ্রমিতেছি ইতস্ততঃ উদ্যান ভিতরে,
কোথাও কামিনীফুলে তরু সুশোভিত,
কোথাও বকুল-বাসে বন আমোদিত।

৫

কত যে অস্ফুট ফুল সমীরণ ভরে,
দুলিতেছে মহানন্দে মকরন্দে ঢাকি,
তাহা হেরি অলিকুল ক্ষুভিত অন্তরে
উড়িয়া বসিছে যথা ফুল্লফুল শাখী
সদা বিতরিছে বাস গন্ধবহে ডাকি।

৬

এই রূপে নানাজাতি প্রসূনপাদপে
শোভিত কাননকায় কিবা মনোহর ;
সুধীর সমীর সদা দোলায়ে বিটপে,
মর মর স্বরে কি যে কহিছে সুন্দর,—
বুঝা নাহি যায়—কিন্তু জুড়ায় অন্তর।

৭

বিবিধ কুসুমশোভা দেখিতে দেখিতে,
সহসা হেরিনু সেই কাননের ধারে,
একটি গোলাপ তরু সুচারু ভঙ্গিতে
হেলিছে দুলিছে কিবা সমীরণভরে,—
হৃদয়ের ভার যেন হৃদয়ে না ধরে।—

৮

অপূর্ব্ব গোলাপ এক রূপের গৌরবে
শোভিতেছে মনোহর দেখিনু তাহায়,
আমোদিয়া দশ দিশ অতুল সৌরভে,
উজ্জ্বল করিছে তরু এ সুখ সন্ধ্যায় ;—
সে রূপ পারি কি কভু ভুলিবারে হায়।

৯

নিমেষ ভুলিল আঁখি দেখি সে গোলাপ ;—
অচল অন্তরে তারে দেখিতে দেখিতে,
কত আশা ভালবাসা নিরাশা বিলাপ
বিপুল লহরী মত উদিল এ চিতে,
জ্ঞান-তরি মগ্ন করি সে ভাব-বারিতে।

১০

মন্দ মন্দ বহিতেছে দক্ষিণ-পবন,—
পাতায় ঢাকিছে কভু সে ফুল-কোমলে,
কভু আনি আঁখিপথে মোহিতেছে মন,
আবার আবরি তাহে কিশলয়দলে
আঁধার করিছে যেন সে কানন-স্থলে।

১১

কখন সে সমীরণ হয়ে নিদারুণ
পার্শ্বস্থিত বৃক্ষান্তরে গোলাপে রাখিয়া,
রঙ্গে দেখাইছে যেন তাহারি প্রসূন ;
কভু অন্য ফুলপাশে যাইছে লইয়া,—
দুলিছে যুগল ফুল একত্র বসিয়া।

১২

হেরি সেই পুষ্পকান্তি, হায়, ভ্রান্তিবশে
হরষে গেলাম আমি নিকটে তাহার,—
নারিনু তুলিতে ফুল,—কণ্টক পরশে
রুধির ঝরিল করে, কিন্তু রূপ তার
চিরাঙ্কিত চিত্তপটে রহিল আমার!

১৩

সহসা বহিল বায়ু হইয়া প্রবল,
দুলিল সে তরু বেগে; গোলাপ আমার
কোথা যে লুকাল মোরে করিয়া পাগল!—
না পাই সে অপরূপ দেখিবারে আর,
হইল কণ্টক মাঝে অন্বেষণ সার!

১৪

আইল রজনী পরে—ডুবিল অবনী
ঘোর অন্ধকারে; কিছু নহে দৃশ্য আর;
দ্বিজগণ নিজ নীড়ে পশিল অমনি;
কানন-আননে নাহি শোভার সঞ্চার;—
সে ফুল ফুটিয়া কিন্তু মানসে আমার!

জীবন-স্বপ্ন।

নির্জন, নীরব, গৃহ—একাকী শয্যায়,—
পীড়িত—ব্যথিত-চিত—যেন মৃত-প্রায়;
ক্ষুধা নাই, বল নাই, নাহি নিদ্রালেশ,
ক্ষণে ক্ষণে মুদি আঁখি—তন্দ্রার আবেশ;
সহসা সর্ব্বাঙ্গ মম জ্বলিয়া উঠিল,
অমনি সভয়ে আঁখি চমকি মেলিল;—
ধূধূ করি হুতাশন, ভবন ভিতরে,
জ্বলিতেছে মহাতেজে শত শিখা ধরে;
না সরে ফলক কিন্তু—না ভাঙ্গে ভবন,
অঙ্গ না পরশে অগ্নি—নীরব দহন;
নাহি প্রাণি-কোলাহল সলিল সিঞ্চনে,
থাকি থাকি জ্বলে বহ্নি প্রবল পবনে;
তথাপি অনলকণা না যায় বাহিরে,
নীরবে জ্বলিছে দেখি শয়ন-মন্দিরে।

না জানি কেমনে বল পেলাম তখন,—
নিমেষে ত্যজিনু গৃহ রক্ষিতে জীবন;
পশ্চাতে দেখিনু চেয়ে সভয় অন্তরে—
বায়ু সম বহ্নি-রাশি আসিছে সত্বরে;
কালাগ্নি সদৃশ মোরে করিতে দহন,
সহস্র রক্তিম জিহ্বা ছুটিল তখন।
নির্জন—নীরব সব—করি কি উপায়—
ঊর্দ্ধশ্বাসে ধাইলাম এড়াতে শিখায়;
যথা যাই হেরি বহ্নি ধাইছে ধরিতে,—
কত গ্রাম—কত পল্লী—দেখিতে দেখিতে-
এড়াইনু এইরূপে জীবিত-তৃষায়,
তথাপি জীবের চিহ্ন না হেরি কোথায়।
আকুল পরাণ মম সে অনলতাপে;
না পারি চলিতে আর—করুণ বিলাপে
বিধিরে বলিছি কত কঠিন বচন;
সহসা স্খলিত পাদ—মুদিত লোচন—
পড়ি পড়ি মনে হ'ল, কে যেন অমনি
সুকোমল করে ধরি উঠায়ে তখনি
কল-কণ্ঠ-মধু ভাবে কহিল আমারে—

আঁখি মেলি চারি দিকে চাহিনু অমনি—
নির্ম্মল গগন কিবা—নীরব অবনী,
নাহি আর শ্রান্ত দেহ, নাহি সে অনল,
হৃদয় প্রফুল্ল যেন প্রভাত কমল ;—
সুরম্য উদ্যান কিবা কুসুম-শোভিত—
স্বচ্ছ সরোবর—তাহে পদ্ম-বিকশিত ;—
দুলিছে কুসুম—পাতা—দুলিছে সলিল—
মৃদু মৃদু বহিতেছে মলয় অনিল ;
নানা জাতি জলচর নির্ভয়-হৃদয়ে
আনন্দে করিছে কেলি রম্য জলাশয়ে ;—
ভিন্ন ভিন্ন কলরব একত্র মিশিয়া
স্নিগ্ধ সরোবর হ'তে আসিছে ভাসিয়া,
সুশীতল বারিকণা উড়ায়ে সমীর
জুড়ায় জীবন—কিবা সুগন্ধ সুধীর !
সরসে করিয়া স্নান প্রফুল্ল অন্তরে
চলিলাম এক মনে উদ্যান ভিতরে ;—
কত ক্ষণ পরে পার হইনু কানন,
দেখিনু কতই শোভা নয়ন-রঞ্জন,—
কত তরু, কত ফুল, পাখী কত মত,
বিজন বিপিনবাসে বিরাজে সতত ;

নাহি কিন্তু নর-চিহ্ন—নর নিকেতন,
স্বভাবে শোভিত সব—অভাব যতন।—

* * * *

* * * *

বিশাল প্রান্তরে পরে প্রবেশিনু আসি ;—
নাহি সে কুসুম-শোভা—স্বভাবের হাসি,—
নাহি সে সরসী তায়—নাহি তরুদল,
বিকৃত-বরণ-তৃণে আবৃত কেবল।
বারে বারে দেখি, হায়, পশ্চাতে চাহিয়া—
কোথায় উদ্যান সেই আইনু ত্যজিয়া !
কত দূর গিয়া পরে দেখিনু নয়নে—
বিস্তীর্ণ ধরণী যেন ধবল বরণে !
ভাবিলাম মহাসিন্ধু-অনন্ত-সলিল
রয়েছে ব্যাপিয়া এই বিপুল অখিল।
উপনীত হ'য়ে হেরি সভয় অন্তরে—
নহে সিন্ধু—মরুভূমি ধুধু ধুধু করে !
যত দূর দেখা যায়—সিকতা-সাগর,
একত্র মিলিত শেষে অবনী অম্বর ;
নাহি জীব—নাহি জন্তু—নাহিক মানব,—
নাহিক পতঙ্গ কীট—নির্জ্জন—নীরব ;

দু'প্রহর বেলা প্রায়—মধ্যাহ্ন মিহির—
ঝাঁ-ঝাঁ করে মরুদেশ—উত্তাপে অধীর।
এ হেন ভীষণ স্থান—ক্ষুধার্ত্ত একাকী—
না জানি কেমনে প্রাণ—কি উপায়ে—রাখি;
দারুণ যন্ত্রণা আর সহিতে নারিয়া
প্রতপ্ত বালুকাপরে পড়িনু বসিয়া;—
কে যেন সহসা আসি পশ্চাতে আমার
ফেলিয়া এ মম কণ্ঠে দিল ফুলহার;
অমনি মেলিয়া আঁখি দেখিনু বিস্ময়ে—
দাঁড়ায়ে রমণী এক নতমুখী হয়ে।
শরদেরি পূর্ণশশী নির্ম্মল গগনে
জুড়ায় যেমন প্রাণ শীতল কিরণে,
এ মম যন্ত্রণা যত জুড়াল তেমনি
হেরি সে সুধাংশুমুখী মোহিনী রমণী;—
মরুর ভীষণ ভাব নাহি দেখি আর—
না লাগে অনল সম উত্তাপ তাহার,—
প্রচণ্ড মিহির যেন লুকাল কোথায়,—
সকলি পাশরি শেষে নেহারি তাহায়।
যেই সুধা স্বর মোরে রাখিল অনলে
আবার শুনিনু যেন ধীরে ধীরে বলে,—

কি যে সে কহিল মোরে না হয় স্মরণ,
কেবলি সে সুধা পানে পরাণ মগন।
ক্রমে যেন নিদ্রাবেশ—নয়ন মুদিত—
অর্দ্ধ জ্ঞান—অর্দ্ধ দৃষ্টি—ভূতলে নিহিত ;
বোধ হ'ল যেন কেহ অঙ্গেতে আমার
লেপিছে কোমল করে স্নিগ্ধ গন্ধসার—

*   *   *   *
*   *   *   *

সহসা হৃদয়ে মম কি যেন দংশিল !—
অমনি ত্যজিয়া নিদ্রা নয়ন মেলিল ;
দেখিলাম চারিদিকে চমকি অমনি—
নাহি মম পাশে আর সে মৃগনয়নী—
নাহি আর ফুলমালা গলেতে আমার,—
বেড়িয়া রয়েছে এক বিষধর-হার।
তখনি উড়িল প্রাণ—কি করি উপায় !—
না পারি টানিয়া মুক্ত করিতে তাহায়,—
মাংস মত কণ্ঠে মম রহিল বেড়িয়া,
কতই করিনু বল—নিরাশ হইয়া
দৌড়িলাম মরুভূমে পাগলের মত,—
যত টানি বিষধর দংশে মোরে তত।

তৃষায় আকুল ক্রমে—অস্থির পরাণ,—
কোথা যাই—কিবা করি—কিসে পাই ত্রাণ!
এ হেন সময়ে সেই রমণী-রতন
আবার সহসা আসি দিল দরশন।—
সুবর্ণ সলিলাধার করেতে ধরিয়া
আসিতেছে ধীরে ধীরে মরুভূমি দিয়া;
কি যে এ পরাণ মম হইল তখন।—
নারি প্রকাশিতে এবে—না হয় স্মরণ;
ধাইলাম বেগে বারি পান করিবারে,—
কিন্তু সে রমণী, হায়, না দিল আমারে;—
না যেতে নিকটে তার ফেলি দিল নীর!
ঘুরিল মস্তক মম—হইনু অধীর;—
ঘোর ভূ-কম্পনে যেন পৃথিবী ঘূরিল—
শত শত ভানু আসি অম্বর ছাইল,
শুনিনু ভীষণ শব্দ চৌদিকে উঠিছে,—
বধিরিয়া কর্ণযুগ ক্রমশঃ বাড়িছে;
নাহিক রমণী আর—দেখিনু চাহিয়া—
তুলারাশি সম ঢেউ আসিছে গর্জ্জিয়া
মহাবেগে চতুর্দ্দিকে—প্লাবি মহীতলে;
দূরদৃষ্টে দেখিলাম মরুভূমিস্থলে—

নীলিম জলধি এক বেড়িয়া আমারে
অসংখ্য তরঙ্গ-কর চৌদিকে পসারে।
ক্রমশঃ ডুবিছে দ্বীপ—আতঙ্কে আকুল—
গগনে তপনতাপ বহ্নি সমতুল,—
ধরায় মরুর দাহ—নহে সহী আর,—
না জানি কেমনে প্রাণ রক্ষিব এবার;
নাহিক বিলম্ব আর—দ্বীপ নিমজ্জিত,—
গ্রাসিছে আমারে সিন্ধু—মস্তকে উত্থিত;
বারেক হইল যেন জীবনের আশ,—
সন্তরিতে সিন্ধুপরে করিনু প্রয়াস,
ভীষণ তরঙ্গ সনে নারিনু যুঝিতে,—
অবশ হইল অঙ্গ—দেখিতে দেখিতে—

* * * *

* * * *

এইত স্বপন শেষ হইল আমার,
তথাপি জীবন দেহে—কিবা চমৎকার!
সেই আমি—সেই ভাব—সেই নিকেতন,—
সকলি রয়েছে—মাত্র স্বপনি স্বপন!
এত সুখ এত দুঃখ কোথায় রহিল!—
ইন্দ্র-ধনু—কাল মেঘ—উঠিল, মিলিল।

কে কোথায় মরুমাঝে দেখেছে কখন
রমণী রূপসী হেন—মেখেছে চন্দন ?—
কেবা কোথা শত সূর্য্যে দহন হইয়া
ডুবেছে সাগরমাঝে মরুতে থাকিয়া ?—
কে কোথা দেখেছে কবে গণ্ডূষ জীবন
ফেলিয়া হয়েছে মরু জলধি ভীষণ ?
সকলি অসত্য, কিন্তু সব সত্যময়,—
উভয়ে সমান সুখ—যন্ত্রণা—নিশ্চয় ;
কেবল আশ্রয় ভিন্ন—জীবন, স্বপন,
জীবনে স্বপন হয়—স্বপনে জীবন।

বিগত।

উদয় হতেছে শশী হাসি হাসি গগনে;
বিন্দু বিন্দু হীরা প্রায়
তারাদল শোভে তায়,—
তটিনীর কোলে কিবা দোলে তরু পবনে

গত দিন—গত সুখ, প্রেয়সিরে, অমনি
তব মুখশশী সনে
উদয় হতেছে মনে,
উজলিয়া আজি মম এ অন্তর-রজনী।

দরশন—অনুরাগ—বিচ্ছেদেরি যাতনা—
মনে জ্ঞান হয় হেন
সে দিনের কথা যেন,—
কত কাল গেল কিন্তু বৃথা আশে দেখনা!

নহে এ অপার সিন্ধু কেমনেতে হইল!—
সময়েতে গেল সুখ—
সময়েতে হ'ল দুঃখ,—
অবশেষে আশামাত্র অন্তরে না রহিল।

আর কি সে সব কথা, প্রিয়ে, মনে পড়ে না?
এ হেন নিশিতে বসি—
নীলাম্বরে শুভ্র শশী—
হেরিয়ে তারার মালা সে প্রাণ কি দহে না?

শেষ উপহার।

এস, সখে, দেখি এস তব মুখখানি—
শেষ দেখা আজি জনমের মত!
দৃষ্টি বল ক্রমে হইতেছে হত,—
এখনি পলাবে প্রাণ হেন অনুমানি।

দাও মম করে কর, সখাহে আমার!—
চাও আঁখি মেলি—দেখ মম পানে;—
ওকি, সখে, হেরি, ও চাঁদবয়ানে—
দর দর অশ্রুধারা বহিছে তোমার!

কেঁদনা কেঁদনা, সখে, মুছ আঁখি-জল;—
এ দুঃখীর লাগি কেন হে রোদন?
এ জীবনে কার, কিবা, প্রয়োজন?
কি সুখে রহিবে প্রাণ বল, সখে, বল?

কাহার কামনা, সখে, মরুভূম-বাস—
তপন-তাপিত—ওসিস* বিহীন ?—
নিবিড় কাননে কেবা যাপে দিন ?—
থাকিতে জলন্ত গৃহে কার অভিলাষ ?

না জানি কেমনে, সখে, এ পোড়া পরাণ
ছিল এত দিন এ শূন্য ভবনে,
নিবিল না দীপ প্রবল পবনে,
শুষ্ক সরোবরে মীন—কি বিধি-বিধান !

জগতের লীলা খেলা ফুরাল আমার !
না জানি তথায় পুনরায় কত,
সহিতে হইবে দুঃখ অবিরত,—
না জানি বিধির মনে কিবা আছে আর।

এ যন্ত্রণা হ'তে মম মঙ্গল মরণ !
এক মাত্র আশা আছে এ হৃদয়ে ;—
জন্মান্তরে যদি————
কাজ নাই আর, সখে, স্মরি সে বদন।

---

* ওসিস—মরুভূমি-স্থিত উর্ব্বরা ভূমি।

সিন্ধু-যান যথা, সখে, কম্পাস বিহনে,
তমোময় দিনে—অকূল পাথারে,
এ মম জীবন, এ পোড়া সংসারে,
হয়েছে তেমতি, সখে, আশার নিধনে।

ভুলনা ভুলনা, সখে, এই অভাগারে ;—
আর না দেখিব কভু ও বদন,
বিদায় লতেছি জন্মের মতন,
যদি কিছু বলে থাকি ক্ষমিও আমারে।

শৈশবে অজিল মোরে জনক জননী,—
পরান্নে হইল জীবনযাপন,
মরীচিকা ভ্রমে করিনু ভ্রমণ ;—
কি কুক্ষণে, সখে, হায়, দেখিনু অবনী!

এ অভাগার কেহ আর নাহিক ধরায়,—
একমাত্র বন্ধু তুমি হে আমার,
নতুবা সংসার সকলি আঁধার!—
সে ধনও ত্যজি এবে হইব বিদায়।

কহিও তাহারে, সখে,—সেই নিদয়ারে—
মম ভাগ্যদোষে,—নহে সে সরলা,
সদয়া, সুশীলা, সুরূপা চপলা,—
অনদের মত আমি ত্যজিনু তাহারে।

তারি তরে সুখসাধে জলাঞ্জলি দিয়ে,
রেখেছিনু প্রাণ দেহে এতদিন—
করেছিনু দেহ দিন দিন ক্ষীণ,—
নারিনু রাখিতে আর আশায় বাঁধিয়ে।

যদিও সে অভাগারে বাসে নাই ভাল,
যদিও এ প্রাণে, নিরাশা-অনলে,
পোড়ায়েছে, হায়, প্রতি পলে পলে,
আমি তার সেই আছি—রব চিরকাল!

কি দোষ করেছে দাস সুধায়ো তাহারে;—
কোন্ অপরাধে সে জন আমায়
শয়নে স্বপনে কাঁদাইল, হায়,—
বিনা মেঘে কেন হেন অশনি প্রহারে!

না হেরে তিলেক তারে পরাণ ফাটিত ;
যদি বা সহসা, কদাচ কখন,
দেখিতাম তার সে বিধুবদন,
অমনি চকিতে চাহি আঁখি ফিরাইত।

কহিও সখা হে তারে ডাকিয়া গোপনে,
সে যাহারে, হায়, দেখিতে নারিত,—
দেখিলে তখনি মুখ ফিরাইত,
আর না দেখিবে তারে এ তিন ভুবনে।—

তব সুখে যেই সুখী, তব দুঃখে দুঃখী,
সুখ দুঃখ এবে সমান তাহার,
ও চাঁদবদন দেখিবে না আর,—
জনমের মত সে যে গেছে, বিধুমুখি!

সে আমার সুখে থাকে—এ মম কামনা
পুরাইতে সদা সেই সে পিতারে
ডেকেছি যে কত বিদিত তাঁহারে,
কি আর কহিব তারে অভাগা-যন্ত্রণা!

সে যদি আমার, সখে, সদা সুখে রহে,
এ জীবনে তবে কিবা প্রয়োজন,
সে যদি আমার না হ'ল কখন,
তার সুখে দুঃখী প্রাণে সকলিত সহে।

মরিলেও এ যে দুঃখ যাবে না আমার!
একবার, হায়, যদি এ সময়,
সম্মুখে হইত সে শশী উদয়,
জগত হ'ত না এবে এমন আঁধার!

হা! হা! প্রিয়ে, প্রেয়সি রে, পরাণ আমার!
সকলি কি এবে, তোমায় আমায়,
একেবারে শেষ হইল রে হায়,
কোথায় রহিবে তুমি—এ দাস তোমার।

চাতকের বারি মত এক মাত্র গতি
ছিল রে আমার এ মহীমণ্ডলে,—
নিদারুণ বিধি হরিল কি বলে!—
না পাব দেখিতে আর সে চারু মুরতি।

জন্মান্তরে তারে কিরে এ পোড়া নয়নে
দেখিতে পাব না—শুনিব না আর
সুধামাখা বাণী—হায়, বিধাতার
অবশেষে, প্রাণসখে, এই ছিল মনে!

এস মম পাশে, সখে,—দাও করে কর,
বাক্য নাহি সরে—আঁখি দৃষ্টিহত—
দেহ বারি মোরে—কহিলাম যত
কহিও তাহারে——

আলোকে অন্ধকার।

এই কি সে সুখময় সুন্দর ভুবন?
এই কি সে শোভাময় বিমল গগন?
ওই কি সে সুধাকর
যামিনীর তমোহর?
এই কি সে যুগল নয়ন?
তবে কেন চারি দিক্ হেরি অন্ধকার?—
তবে কেন এ প্রাণ এমন
থেকে থেকে অবিরত কাঁদিছে আমার?

সকলিত সেইরূপ রয়েছে ধরায়;—
কিবা তরু, কিবা লতা,—কে গেছে কোথায়?—
তেমনিত নীলাম্বরে,
সুধাংশু বিরাজ করে,
সেই মত তারাদল তায়,—
সেই মত সন্ধ্যা-বায়ু সরসী-হৃদয়ে
ধীরে ধীরে লহরী উঠায়;—
কিন্তু নাহি হেরি শোভা সে নয়ন লয়ে!

প্রাণেশ হে! আজি এই শারদ নিশায়!—
কেবলি আনন্দ-রব উঠিছে হেথায়।
উৎসব বাজনা কত,
বাজিতেছে অবিরত,
কেহ হাসে—কেহ নাচে গায়;
আমি মাত্র একাকিনী বসি ঐ বিজনে—
জলাঞ্জলি দিয়া সুখাশায়,—
মনসাধে মনোদুঃখ ভুঞ্জিতে গোপনে!

এই যে সংসার, নাথ, কেমনি ভীষণ,
ভাগ্যহীন বিনা কেহ জানে না কখন!—
থাকি যবে লোকালয়,
এ দুঃখে হাসিতে হয়—
বরষার রৌদ্রের মতন;
প্রাণ ভরে নারি, নাথ, নিশ্বাস ফেলিতে,—
না পারি হে করিতে রোদন;—
বিরলেও বসি যদি—সশঙ্কিত চিতে।

এই যে পূর্ণিমা নিশি—পূর্ণ নিশাকর।
তবুত আঁধার, নাথ, এ পোড়া অন্তর!

সুধাংশুর শুভ্র করে
ব্যক্ত করে চরাচরে,—
জীব জন্তু জঙ্গম স্থাবর ;—
এ মম দুঃখেরো ভূত—ভাবী—বর্ত্তমান
করিতেছে নয়ন গোচর,—
ধূধূ করে চারি দিক্ সাহারা * সমান !

দিবসে ভানুর আল—শশীর নিশিতে—
সেই দিন হ'তে আর না পারি সহিতে !—
হইলে আঁধার নিশি,
অন্তর বাহিরে মিশি
সুখ দুঃখ সমভাব চিতে ;
আবার প্রভাত হ'লে এ পোড়া পরাণে
উঠে তাপ দেখিতে দেখিতে,—
আমার প্রভাত, নাথ, নাহি হে এখানে !

বারে বারে কত কাল সহিবে হে আর
আলোকে আঁধার—এই যন্ত্রণা অপার ?

---

* আফরিকা খণ্ডের প্রসিদ্ধ মরুভুমির নাম।

তব পদে পড়ে থাকি,

এস সখি—মুদি আঁখি,

করিয়া হে অনন্ত আঁধার!

তখন তপন শশী ধরণী ভীষণ

কি দুর্গতি সাধিবে আমার?—

কিবা তার মরুভূম অন্ধ যেই জন।

শরৎ-বিলাপ।

বরষা বিদায় হ'ল,
আবার শরৎ এল,
মুছিয়া চক্ষুর জল হাসিল অবনী ;
দিবায় সোণার আভা,
নিশায় শশাঙ্ক-শোভা,—
অপরূপ শরতের দিবস রজনী !

দেখ প্রিয়ে ঘরে ঘরে
পূজা-আয়োজন করে,
বঙ্গাগারে আনন্দের সীমা নাহি আর ;
আত্মীয় স্বজন সঙ্গে,
সকলে ভাসিবে রঙ্গে,—
পুরাইবে মনসাধে যত সাধ যার ;

হেরিবে আপন জনে,
সংগোপনে একাসনে,—
অন্তরের যত কথা বলিবে তাহারে ;
বহিবে আনন্দ-বারি
দুনয়নে উভয়েরি,
বাজিবে কতই বাদ্য হৃদয়ের তারে।

দীন দুঃখী যত আছে,
মহামায়া-পূজা কাছে,—
সকলেরি এ সময় আনন্দ অন্তর,
তবে এ হৃদয়ে, প্রিয়ে,
কেন এত দুঃখ দিয়ে,
এত দিন হ'য়ে আছ আঁখির অন্তর !

প্রিয়জনে প্রিয় বলে,
যে অবধি গেছ চলে,
তদবধি নাহি আর তব দরশন,
একবার দেখা দাও,
দেখা দিয়ে বলে যাও
কোথা, প্রিয়ে, কার কাছে রয়েছ এখন।

গিরি, বন, নদী-জলে,

ভূমণ্ডলে, নভস্তলে,

কত যে ভ্রমিয়ে আমি খুঁজেছি তোমারে ;—

চন্দ্র সূর্য্যে সুধাইয়ে,

প্রতি তারা পাশে গিয়ে,—

জিজ্ঞাসিনু একে একে বুঝায়ে সবারে।

চন্দ্র সূর্য্য যত তারা—

হাসিয়ে উঠিল তারা,

না দিল উত্তর মম কাতর বচনে ;

প্রিয়ে——আমি যে জগতে একা,—

আর কি দেবেনা দেখা ?—

সকলি ফুরা'ল কিরে মানব জীবনে ?

*　　*　　*　　*

এত যে ডাকিছি তায়,—

সেত নাহি শুনে, হায়,—

সে এবে আমারে ছেড়ে আছে পাসরিয়ে ;

আমি চেয়ে আশাপথ,—

সে গেছে জন্মের মত,—

একবার গেলে পুনঃ আসে কি ফিরিয়ে ?

কোন পরিচিতের মৃত্যু-ঘটনাতে—

জানি আমি এ জীবন অনিত্য, হরিষ !—
জানিয়াও জানিত না এ পোড়া হৃদয় ;—
নিরাশা-যন্ত্রণানলে জ্বলিয়া আবার
ভাসিতাম কুতূহলে সুখসিন্ধুনীরে ;
দেখিতাম কত ফুল—কত পত্রদল—
অবিরত ধীরে ধীরে ঝরিত কাননে,
ভাবিতাম পুনরায় ফুটিবে কুসুম—
পুনরায় নবপত্র সাজাবে তরুরে ;
কিন্তু না হইত মনে ভ্রমেও কখন—
একবার যে কুসুম—যেই পত্রদল—
ভূতলে ঝরিয়া পড়ে, সে নাহি আবার
শোভে তরুপরে,—কোথা যে শুকায়ে যায়
পড়িয়া ভূতলে, হায়, কে বলিতে পারে ?
যে অবধি গেছ তুমি ত্যজিয়া সংসার,

সে জ্ঞান-আলোক মম জ্বলেছে হৃদয়ে,—
জেনেছি, হরিষ, আমি এ সব স্বপন—
কেবলি ভবের মায়া—নহে নিত্য কিছু!
বিষময় আশালতা না দিব হৃদয়ে
জন্মিতে কখন আর; দেখিলে অমনি
ফেলিব ছিঁড়িয়া;—সুখের অঞ্জন আর
মাথায়ে নয়নে প্রমোদ উদ্যান ভ্রমে
ভ্রমিব না আর আমি এই মরুভূমে।
তবু কি স্বপন আমি দেখিছি জাগিয়া?
না হয় বিশ্বাস তুমি গিয়াছ, হরিষ!

আত্ম-হত্যা।

সব সুখ সাধ ঘুচিল যখন,
শুকাইল যবে এ আশা-কানন,
গৃহ হ'ল যবে বিজন গহন,
তখনি কেন না গেল এ প্রাণ ?

তা হ'লে এ পাপ উদিত কি মনে,
ছেদিয়া সহজে মমতা-বন্ধনে,
অসীম আনন্দে অনন্ত শয়নে,
জননীর ক্রোড়ে লতেম স্থান।

মরণেরো আশা হ'লে অভাগার,
সে আশাও কভু না পুরে তাহার,
এমনি যে বিধি সেই বিধাতার,
লোকে যারে কহে করুণাময়।

অপার-করুণা, করুণা-নিধান,
কিন্তু প্রাণি-দুঃখে পাষাণ সমান,
তবে পর-পীড়া করিলে বিধান,
　　কি লাগি মানবে পাতকী হয়?

যাহা কহিয়াছ তাহাই কহিব,
যাহা শিখায়েছ তাহাই করিব;
তবু ওহে বিধি যন্ত্রণা সহিব?
　　না জানি এ কিবা বিধান তব!

এ জ্ঞান-অনলে কেন হে দহিলে?
কেন পশু প্রায় সুখী না করিলে?
সুখ হ'তে জ্ঞান সুখদ ভাবিলে—
　　সর্ব্বজ্ঞ তুমি হে জানিতে সব!

সুখদুঃখময় এ মহীমণ্ডল,
কভু দুঃখ কভু সুখ নিরমল,—
এই ভাবে জীব জীবিত কেবল—
　　বুধ-জ্ঞানালোকে বিদিত এই।

তবে মম সুখ কি লাগি হরিলে ?—
সুখ হ'রে লয়ে জীবিত রাখিলে,—
জীবিত রাখিয়া কেন কাঁদাইলে ?—
তবু সে পাতকী আত্মহা যেই ?

নিক্ষেপি অনলে কহ বাঁচিবারে,
খঞ্জ করি পদ কহ চলিবারে,
এ যন্ত্রণা প্রাণে সহিতে কে পারে,—
এ হেন মানব কে আছে ভবে ?

রবি বারি দুই পাদপ জীবন,
বারি বিনা তার নিশ্চিত মরণ,
সুখ-হারা নর মরে কি কখন ?—
তবু "মহাপাপ" জগতে কবে !

কোন্ পাপে বিধি এ যন্ত্রণা দিলে ?
আঁখি দিয়া কেন আঁধার করিলে ?
তবু নাহি পার এ প্রাণ নাশিলে—
জীবন মরণ একই হ'বে ?

আত্ম-হত্যা।

সেই রবি শশী—সেই তারাদল!
সেই তরুলতা—সেই ভূমণ্ডল!
সেই জীব জন্তু—প্রাণি-কোলাহল!—
কিন্তু কোথা আজি সে সুখ তবে?

ওই যে শশাঙ্ক স্বচ্ছ নীলাম্বরে
ঢালে হাসি হাসি সিত সুধা-করে,
কতই আনন্দ পুরিয়া অন্তরে
অনিমিষ হয়ে হেরেছি আমি!

এবে কোথা গেল সে সুখ আমার!
সকলি নয়নে যোর অন্ধকার!
বৃথা প্রাণ আর বৃথা এ সংসার,
কেবা আমি কেবা "অন্তরযামী!"

ওগো মা অবনি, তুমিই জননী!
তোমারি কাছে মা যাইব এখনি;
তবু হৃদে মায়া হ'তেছে কেমনি—
না জানি কি চির-বিচ্ছেদ-ভয়ে!

এই যে কৃপাণ ঝলসিছে করে,
এখনি পশিবে হৃদয় বিদরে,
তাহে কিন্তু প্রাণ তিলেক না ডরে,
তবু গো মা ডাকি কাতর হয়ে।

আর যে কেহ মা নাহিক ধরায়,
কার কাছে আর লইব বিদায়,—
তুমি পিতা মাতা—তোমারি কৃপায়,
তোমারি অঙ্কে ঘুমা'ব সুখে।

ভ্রাতৃ-ভাব ভুলে ঘৃণিয়া এ জনে,
সবে মোরে মাতঃ ঠেলেছে চরণে,
তুমি মা আমারে রেখো সযতনে,
আর মা সহিতে পারি না দুঃখে!

এত বলি সেই ভ্রান্ত-চিত নর—
ঘুরায়ে নয়ন—চাপিয়া অধর—
ধরিল সাপটি কৃপাণ প্রখর—
হানিল সজোরে হৃদয়োপরি।

ঘুরিল পৃথিবী—ঘুরিল আকাশ—
মলিন হইল শশাঙ্কের হাস—
নিবিল যতেক নক্ষত্র-বিভাস—
ঘোর অন্ধকার জগতে করি।

চকোর-বিলাপ।

কত কাল আর শশি মেঘাবৃত থাকিবে ?

চঞ্চল চকোর প্রাণ আর কত দহিবে ?

দিনান্তে না দেখি চাঁদে,

কত যে পরাণ কাঁদে,

এ প্রমাদে, ওরে বিধি, কেন মোরে ফেলিলে ?—

কেন ধরা আঁধারিয়ে,

এ কাল জলদ দিয়ে,

আজি এ পূর্ণিমা-শশী আঁখি-আড়ে রাখিলে ?

জগতে একই চাঁদ,

এ প্রাণে একই সাধ,

সে সাধে সাধিয়ে বাদ কি বিষাদে ডুবালে !

যার প্রেম-অনুরাগে

পরাণে রোপিলে আগে,

এবে তারে লুকাইয়ে যত আশা ঘুচালে !

গগনে শুধুই ঘন,
ঘন ঘন গরজন,
কি জানি কখন শিরে অশনি রে পড়িবে ;
সে ভয়ে আকুল প্রাণ,
কেমনে পাইব ত্রাণ,
কেবা আর সুধাদানে পোড়া প্রাণে রাখিবে।

এ কাল জলদদল দূর কিরে হ'বে না ?
দূরে গেলে মেঘ কিরে নিশি আর রবে না ?
আসিয়ে প্রখর রবি
গ্রাসিবে কি শশি-ছবি,
এ তাপিত তনু তবে কেবা আর জুড়াবে ?—
কেবা আর হাসি হাসি
বিমল বিমানে আসি,
সরসী-সলিলে ভাসি সুধারাশি ছড়াবে ?

শুকায়েছে সরোবর বলে কিরে লুকালে ?
তাই কি আমারে এত আঁখি-নীরে ভাসালে ?
যবে বারি-পূর্ণ ছিল,
দূরে হ'তে সে সলিল
কৌমুদী মাখায়ে মরি কিবা শোভা করিতে।

তরুলতা, সরোবর,
এবে সব শুষ্কান্তর,
তুমিও লুকালে বিধু অভাগারে বধিতে!

শুকাবার নহে সিন্ধু তা না হ'লে শুকাত,
সে সলিলো তা না হলে এ নিদাঘে ফুরাত;
সিন্ধু সদা পূর্ণ র'বে,
বিন্দু নাহি শুষ্ক হ'বে,
না হেরেও ইন্দুমুখ উথলিয়া উঠিবে।
কেবল সরসী-জল
শুকায়েছে সর্ব্বস্থল,—
কেবল আমারি প্রাণ দিবানিশি কাঁদিবে!

স্বপ্ন।

দেখিনু স্বপনে এক সুন্দর প্রদেশে
অপূর্ব্ব রমণী এক স্বর্ণ-আভাময়ী—
গম্ভীর মুরতী—যেন রাজরাজেশ্বরী।
দীর্ঘ তনু, দীর্ঘ গ্রীবা, কৃষ্ণ কেশরাশি ;
বিশাল নয়ন দুটি—স্থির, স্বচ্ছ অতি,—
শরতের সুবিমল আকাশ যেমন।—
রত্নবিজড়িত অঙ্গ—যেন তারামেলা ;—
রূপের আভায় বামা উজলিছে দিক্।
পশ্চাতে গগনস্পর্শী তুষার-মণ্ডিত
বিস্তৃত পর্ব্বত-শ্রেণী ;—তাহে নদ নদী
ছুটিতেছে বজ্রবেগে—ফেন রাশি রাশি—
অবিরত ভীমঘোষে বিদারি গগন।
সুদূরে অকূলসিন্ধু-মরকত-বারি
ঝলসিছে অস্তপ্রায় রবির কিরণে।—

দেখিনু বামারে আমি অনাথিনী একা।
দেখিনু ক্ষণেক পরে দস্যু এক দল—
বিকট মুরতি কিবা—সশ্মশ্রু বদন—
সশস্ত্র সকলে,—কার তরবারি করে—
কার করে শূল,—একে একে আসি সবে
ঘেরিল বামারে। প্রভাতের শশী প্রায়
হইল বিবর্ণ সেই সুন্দর বদন—
ফিরাইল স্থির আঁখি আকাশের পানে।
কহিল ভীষণ ভাবে দস্যুগণ যত—
কহিল খুলিয়া দিতে রত্ন-আভরণ।
না দিল উত্তর বামা,—যুড়ি দুটি কর
তেমতি রহিল চাহি আকাশের পানে।
চাপিয়া দশন-পংক্তি বিকট অধরে,
গর্জ্জিয়া সরোষে এক দস্যু দুষ্টমতি
টানিল মৃণালভুজ; কেহ বা আসিয়া
ছিঁড়িল কুণ্ডল বলে; বহিল রুধির—
বহিল নয়ন-ধারা ঊর্দ্ধ নেত্র হ'তে।
যত বারি-বিন্দু তার ঝরিল ভূতলে,
প্রত্যেক হইল মুক্তা;—মুক্তা রাশি রাশি
ছাইল ভূতল; দেখি আনন্দে, বিস্ময়ে,

সকলে তুলিয়া শূল লাগিল বিঁধিতে
রমণীর সুকোমল অঙ্গ থাকি থাকি।
রুধির ধারার সহ মুক্তাধারা যত
পড়িতে লাগিল—তত কলরব করি
লুটিতে দস্যুগণ লাগিল ত্বরিত।
একটী কাতর বাক্য না কহিল বামা;
কেবল পাষাণময়ী প্রতিমার প্রায়
স্থিরনেত্রে রহে চাহি আকাশের পানে;—
বহে মাত্র বারিধারা রক্তধারা সহ;
কেবল অধর ওষ্ঠে, বিশাল নয়নে,
আকুঞ্চিত ভুরুমাঝে, বদন রেখায়,
দেখিলাম প্রকটিত প্রগাঢ় বেদনা।
লক্ষ লক্ষ লোক আর দেখিনু তথায়,
শীর্ণতনু, জড়প্রায়, মেষপাল সম,—
ফেল্‌ফেল্ চাহি সবে রমণীর প্রতি;
কেহবা তুলিয়া হাই যেতেছে চলিয়া—
দেখিয়াও দেখিছে না রমণী-দুর্দ্দশা;
কাঁদিতেছে কেহ স্থির পুত্তলিকা প্রায়।
দেখিলাম রত্নময় যত আভরণ
আছিল রমণী-অঙ্গে—ক্রমে ক্রমে সব

লুটিল সে দস্যুদল; অকাতরে শেষে
তীক্ষ্ণতর বিন্ধিবারে লাগিল দুর্ম্মতি,
অনর্গল রক্তস্রোতে ভাসায়ে ধরণী।
ক্রমে সে নয়ন-বারি আর না বহিল;
আর না ঝরিল মুক্তা,—হেরি দস্যু যত
এক কালে সবে অস্ত্র উঠাইল করে।
রমণীর আঁখি-তারা—সুখতারা যেন—
লুকাল নয়নাকাশে; চারু ওষ্ঠাধর
বিকাশি মুকুতা পাঁতি হইল বিভিন্ন।
থাকিতে নারিনু আর। উচ্চে কহিলাম—
লক্ষ লক্ষ জনে সেই—"ধিক্ জন্ম তব!—
"নরের অধম তোরা!—নার উদ্ধারিতে—
"নরকায়া—নররক্ত—নরচিত ধরি—
"এ আকুলা অনাথিনী বিপন্না বামারে!—
"মৃত্যু কি যন্ত্রণাকর এ যাতনা হ'তে?—
"মরনা ডুবিয়া ওই অতল সাগরে!"
বলিতে বলিতে মোর ক্রোধানল যেন
ভীমঝড়-প্রজ্বলিত দাবানলরাশি
ব্যাপিল সর্ব্বাঙ্গে মম; ক্ষীণ দেহ মাঝে
সহস্র সিংহের বল পাইনু সহসা;—

ভাবিলাম চন্দ্র সূর্য্য পারি উপাড়িতে !
বজ্রনাদে কহিলাম দস্যুগণে ডাকি—
"থাক্‌রে পামর তোরা—দেখাব এখনি—
"একা আজি তো সবারে করিব নিপাত !"
ছুটিনু পবনবেগে—উঠিনু নিমেষে
বিশাল অচল দেহে—ধরিনু সাপটি
পর্ব্বতের তুঙ্গ শৃঙ্গ—নারিনু ভাঙ্গিতে—
নারিনু হেলাতে সেই বজ্রসম শিলা—
চীৎকার করিনু আমি মা ! মা ! বলিয়া—
মূর্চ্ছিত হইয়া শেষে পড়িনু ভূতলে।

ইন্দ্রধনু।

বিমল বিমানে,
ইন্দ্রায়ুধ পানে,
চাহি যথা গোচারক,
ধাইল ত্বরিতে,
সে ধনু ধরিতে,
লভিতে পাত্র কনক ;
এ অবোধ মন
করিল তেমন,
অতুল রতন-আশে ;
কতই ভ্রমিল,
কতই সহিল,
পুড়িল প্রেম-পিপাসে।
অদৃশ্য হইল,
রাখাল ফিরিল,
এ নাহি ফিরিয়া আসে;
এ যে ধনু, হায়,
নাহিক বিলায়,
নিরন্তর হৃদাকাশে।

জলে আলো।

সুখের কার্ত্তিক মাস—প্রদোষ সময়,
স্থির বায়ু, স্থির পত্র,—স্থির সমুদয়।
নিথর জাহ্নবী-জলে
একটী আলোক জ্বলে,—
একটী নক্ষত্র যেন ভাসে বোধ হয়;
বিম্বিত হইয়া নীরে
যায় চলে ধীরে ধীরে,
ক্রমেতে হ'তেছে রাত্রি অন্ধকারময়।
চারি দিকে বারি রাশি,
তাহাতে যেতেছে ভাসি,
এখনি নিবিবে মনে হ'তেছে সংশয়;—
কে জালিল জলে আলো—অবোধ হৃদয়?

নিবে নিবে যায় যায়,
তবু না নির্ব্বাণ পায়,
আবার পূর্ব্বের মত
স্থির রশ্মি শত শত,
না জানি এরূপ ভাবে কতক্ষণ রয়,—
ওই যে জলেতে আলো জ্বলে শোভাময়।

গগনে অসংখ্য তারা উদয় হইয়া
কেন রে দেখিছ রঙ্গ হাসিয়া হাসিয়া ?
তোরা ত বিমানবাসী,
ভূমণ্ডল দেখ হাসি,
বল দেখি স্রোতোভরে কত দূর গিয়া
নিবিবেক ওই আলো আঁধার করিয়া ?

এখনো নিশ্চল বায়,
জলে ভেসে আলো যায়,
কিন্তু যবে তটিনীর বিশাল হৃদয়
তরঙ্গে আকুল হ'বে,
কে আলো রাখিবে তবে,—
কে তারে যতন করি দিবেক আশ্রয়!

দেখিতে দেখিতে আলো
দৃষ্টিপথ ছেড়ে গেল,
আমি সেই তীরে বসি,
আলো কোথা গেল ভাসি,
চারি দিক অন্ধকার দেখি সমুদয় ;
মরি কি জলেতে আলো জ্বলে শোভাময় !

জলজ-সুন্দরী।

১

নলিনী।

বিজন কানন-স্থলে,
সরসীর কাল জলে,
একটী নলিনী মাত্র দেখ কিবা ফুটেছে।
নিবিড় পল্লব দিয়া
ভয়ে ভয়ে প্রবেশিয়া
প্রভাতে সোণার ভানু তাহে গলে পড়েছে।
রাঙ্গা গায়ে রবি-আল—
নলিনী সেজেছে ভাল,
চারি ধারে পাতা গুলি ভেসে ভেসে রয়েছে।
বিজনে এমন শোভা
নহে কার মনোলোভা,
রাত্রে যেন ক্ষণপ্রভা গতিহীনা হয়েছে।

নলিনি তোমার কাছে

ও নলিনী কোথা আছে,

এ জগতে কারে নাহি রূপে তুমি জিনেছ ?

তব চারু নেত্রতলে

যত ক্ষণপ্রভা জ্বলে,

তুমি কি ও রাঙা গায়ে অভরণ দিয়েছ ?

স্বর্ণ তব অঙ্গে বাজে—

স্বর্ণ কি তোমায় সাজে,

শশাঙ্কে রজত শোভা কোথা বল শুনেছ ?

সরসী-হিল্লোলদলে

কিবা সে চন্দ্রিকা খেলে,—

তাহে কি মধুর হাসি হাসিয়ে না দেখেছ ?

তব রূপ গুণ যত—

সেই জানে আছে কত,

যাহার হৃদয় মাঝে একবার ভেসেছ।

স্থলজ-সুন্দরী।

১

গোলাপ।

বিপিন-বাসিনী তুমি, গোলাপ সুন্দরি,
বিপিন-হৃদয় সদা থাক আলো করি।
বিনোদ বরণ দিয়ে
এ বিজন সাজাইয়ে,
করেছ ত্রিদিব-শোভা অবনী ভিতরি।
মেঘেতে বিজলী-রেখা,
বারিতে শশাঙ্ক-লেখা,
আঁধার হৃদয়ে যেন আশার মাধুরী!
রাজার মুকুটোপরে
হেন রত্ন নাহি ধরে,
কুবের ভাণ্ডারে নাহি এমন রতন;
প্রকৃতি-সাধের নিধি
গড়েছে তোমারে বিধি,
জুড়াইতে জগতের তাপিত নয়ন।

দেখেছি গগন-ভালে,
মধুর সন্ধ্যার কালে,
ললিত লোহিত রাগ মনোহর অতি ;
হেরেছি হরষ মনে,
অঙ্কিত সে নব ঘনে,
চারু ইন্দ্রধনু যথা মেঘের বসতি।

শ্যাম সরসীর জলে
দেখেছি বেষ্টিত দলে
প্রভাত-কিরণ-মাখা প্রফুল্ল নলিনী ;
স্থলেও নয়ন ভরে
দেখিয়াছি ভাল করে
মনোহররূপা সেই স্থল-কমলিনী ;

তব অনুরূপ তবু
কোথা না হেরিনু কভু—
কিবা স্থলে—কিবা জলে—কিবা সে গগনে ;
তোমার সৌন্দর্য্য রাশি,
তোমার মধুর হাসি,
তোমার পবিত্র বাস—অতুল ভুবনে।

অপ্সরী, কিন্নরী, কিম্বা স্বর্গ-বিদ্যাধরী—
নিশ্চয় আছিলে তুমি কুলকুলেশ্বরি।
কাহার প্রেমের লাগি
হয়ে অপরাধ-ভাগী,
শপিয়া স্বরগচ্যুত করিল স্বজন।
নহে এ যৌবনে কেন,
যোগিনীর বেশে হেন,
জীবনের সুখসাধে দিয়া বিসর্জ্জন,
বনতরু লতা সনে
বসতি করিছ বনে,
বনপুষ্প হইয়াছে যত সখীগণ?
নহে কহ কোন্ রঙ্গে
পল্লব ঢেকেছ অঙ্গে—
গাছের বল্কল তব হয়েছে বসন?
আজিও প্রেমের আশা—
পূর্ব্বজন্ম-ভালবাসা—
পার নাই পাসরিতে কায়া পরিহরি;
আজিও মলয়ে ডাকি
কাণে কাণে বল নাকি
দারুণ মরম-ব্যথা শিহরি শিহরি?

তব প্রিয়জন কথা,
সে কথা সে বহি তথা,
আনিয়া বারতা পুনঃ কহে মৃদুস্বরে ;
নিবেদয়ে ভালবাসা,
চির প্রেম চির আশা—
অদর্শনে হুতাশন—অন্তরে অন্তরে।

পাছে লোকে দেখে বলে,
রবি অস্তমিত হ'লে,
যামিনী-অস্ফুট-স্বরে পুরিলে জগত,
ভাবি এ জনম বৃথা—
যৌবনে জীবন্মৃতা,
অশ্রুবারি, ঝিরঝিরি, ফেল অবিরত।

পোহাইলে বিভাবরী,
সে বারি মুকুতা করি,
নিষ্ঠুর তপন হাসি দেখায় সকলে ;
প্রেম কি লুকান যায়,—
চাপিলে প্রকাশ পায়,
নিশ্বাসে উড়ায় কথা—যেন মন্ত্রবলে।

এ দুঃখ দুঃখিনি তব ত্বরায় ঘুচিবে,
পুনরায় সুখ-রবি উদয় হইবে।
এ শাপ মোচন হ'লে,
যথা ওই তারা জ্বলে,
সহসা নিশিতে এক দেখিবে চমকি—
শ্বেতাঙ্গিনী শ্বেতবেশা,
নক্ষত্র-জড়িত-কেশা,
তারা কণ্ঠে তারা ভালে যত প্রিয়সখী—
তারা হ'তে তারা যেন
পূর্ণিমা-বিজলী হেন
উজলি গগনদেশ হইবে বাহির;
চাপি শ্বেতাম্বরোপরি,
শূন্যে সুধা বাদ্য করি,
করিয়া সৌরভময় যামিনী-সমীর,
নিমেষে কাননে আসি
ভরিবে সে রূপরাশি,
আঁধার রজনী তব উজ্জ্বল করিয়া;
দিবে তারা কাল চুলে,
তারা-ফুল কর্ণমূলে,
তারা-হার মনোমত কণ্ঠে দোলাইয়া,

স্থলজ-সুন্দরী।

শ্বেত সূক্ষ্ম শাটী রঙ্গে
পরাইবে চারু অঙ্গে,
একে একে সখীচয় করিবে চুম্বন;
অনন্তর সারি সারি,
করবদ্ধা যত নারী,
আঁধার করিয়া এই কুসুম-কানন,
নাচি নাচি উড়ে যা'বে,
মর্ত্যপানে নাহি চা'বে,
গত দুঃখ হ'বে সব নিশার স্বপন;
আবার হৃদয়াকাশে
দেখা দিবে সুধা হাসে
পূর্ণ শশী—প্রিয়-আশা—প্রাণেশ-মিলন।
প্রভাতে দেখিব আসি,
বিষাদ-সলিলে ভাসি,
ভূ-পতিত তৃণমাঝে চারু পত্র যত;
একবার সেই বেশে
যদি দেখা দাও এসে,
দেখিব নয়ন ভরি জনমের মত!

সিন্ধু-তটে।

এ হ'তেও, প্রাণসখি, মরণে কি দুঃখরে ?

তবে কেন, সহচরি,

এখনো মরিতে ডরি—

এখনো কি আছে আশা দেখিতে সে মুখ রে ?

ছিলেম তরুণী সই,

যখন পরের হই,—

হেরিয়ে মোহন রূপ মজেছিনু তখনি ;

আমি ত দিলেম মন,

কোথা গেল সেই জন ?—

সে অবধি এই দশা—অনাথিনী রমণী !

কত লোকে কত করে,

জীবন বিনাশ তরে,

আমি তার আসা আশে বেঁচে আছি স্বজনি।

এত ভাল বাসি যায়,

কেমনে ভুলিয়ে তায়,

জনমের মত, হায়, ত্যজিব এ অবনী !—

হেন ভাবি মনে মনে,

হাসি কাঁদি ক্ষণে ক্ষণে,

যৌবন যাপিনু, সখি, তবু সে না আইল।

আশা-সুখো হ'ল হত,

সখি রে, জন্মের মত,

শুধুই সিন্দুরবিন্দু পোড়া ভালে রহিল।

অভাগীর দুঃখ যত,

লিপিতে লিখিনু কত,

কি বলে এখন সখি আর তারে লিখিব ;

ধন নাই দিব ধন,

নাহি আর সে যৌবন,

ভালবাসি বলিলে কি সে জনারে পাইব ?

যেই লৌহ হুতাশনে

গলিল না প্রাণপণে,

অবলার আঁখি-জলে সে কি কভু গলিবে ?

কি হ'বে ভাবিলে আর,

প্রাণসখি, বার বার,

যার দুঃখ, যার জ্বালা, সে বিনা কে বুঝিবে ?

'এ যৌবন গত হয়,

এস নথি, এ সময়—

একবার দাও দেখা দয়া করে দাসীরে '—

বলে কত বারে বারে,

সখি রে, সেধেছি তারে,

এখনো সে মনে হ'লে আঁখি-জলে ভাসিরে!

এত দুঃখে আর কিলো থাকে আশা, স্বজনি?

হয়ে হেন আশাহীন,

তদবধি দিন দিন,

দাঁড়ায়ে এ সিন্ধুকূলে কিবা দিবা রজনী।

ঝরে যত দু'নয়ন,

কেবা করে দরশন,—

মে বারি লহরী সনে কোথা যায় চলিয়ে;

ছাড়ি যত দীর্ঘ শ্বাস,

যায় বল কার পাশ,—

কেবলি অনিল সহ যায় দ্রুত মিশিয়ে।

এইরূপে একান্তরে,

ভাবি সেই পরাৎপরে,

রহিনু তরণী আশে একাকিনী অকূলে।

কতবার তরী এল,
আমারে না লয়ে গেল,
ভাবিলাম এ আশাও গেল সখি সমূলে।
বুঝি সখি এই বার,
হ'বে দয়া বিধাতার,—
এইবার এসে তরী লয়ে যা'বে আমারে ;
বহিতে না পারি আর,
সখি রে, এ দুঃখ-ভার,
ওষ্ঠাগত পোড়া প্রাণ—কি কহিব তোমারে !*

---

* তরুণ বয়সে বিবাহিতা চির বিরহিণী কোন সুশীলা ব্রাহ্মণ-কুলীন-কন্যা সাংঘাতিক পীড়ার সময় তাহার বাল্য সখীর নিকট এই প্রকার দুঃখ প্রকাশ করে।

কোন জনাকীর্ণ নগরীতে একটী অশ্বত্থ বৃক্ষ দেখিয়া।

বিপুল নগরী এই কোলাহলময়,—
নিরন্তর জনস্রোত বহিছে হেথায়,
অট্টালিকা-সিন্ধু যেন দেখি মনে হয়;
কেমনে এখানে আসি,
রয়েছ বিপিন-বাসি,
বুঝাইয়ে বিটপি হে বলনা আমায়;
ত্যজি শোভাময় বন,
অন্তরঙ্গ, পরিজন,
কেমনে একাকী বাস করিছ ধরায়;—
চিরদিন এক ভাবে আছ দাঁড়াইয়া;—
সুদীর্ঘ সুধীর কিবা দেখিছে চাহিয়া!

প্রকৃতি-বিরোধী এই নগরীয় জন—
অর্থমাত্র চিন্তা যার—হৃদয় পাষাণ—
না ডরে ধনের তরে হরিতে জীবন—

কখন কুঠার লয়ে
ছেদিবে কি সেই ভয়ে
হয়ে আছ ওই রূপ কাষ্ঠের সমান ?
নাহি সে সুতনু আর,
বিবর্ণ বিশীর্ণাকার,
নহে আর যেন সেই প্রকৃতি-সন্তান ;—
শুষ্ক ওই পত্রগুলি মস্তক উপরে
ধীরে ধীরে উড়িতেছে সমীরণ ভরে।

কত কাল তরু তুমি আছ দাঁড়াইয়া—
একাকী বান্ধবহীন এ দুর্গম স্থানে—
জীবনের যত সুখ জলাঞ্জলি দিয়া ;
কত ঝড় শিরোপরে
সহিয়াছ অকাতরে,—
কতই যন্ত্রণা আরো সহিতেছ প্রাণে।
অটল অচল তবু,
অহিতার্থী নহে কভু,
তব সম, তরুবর, আছে কোন্ খানে ;
তোমার মতন যদি হইত মানবে,
তা হ'লে কি এত দুঃখ থাকিত এ ভবে।

তোমারে দেখিবামাত্র, ওহে তরুবর,
না জানি কেন এ প্রাণ হয় হে উদাস,—
শূন্যময় দেখি সব জগৎ ভিতর,
যেন কেহ কার নয়,
এ ভব যন্ত্রণাময়,
অমনি পড়ে রে তরু হৃদয়-নিশ্বাস ;—
না পারি ফিরাতে আঁখি,
এক দৃষ্টে চেয়ে থাকি,—
ইচ্ছা হয়, তরুবর, গিয়া তব পাশ,—
চাপিয়া আপন বুক,
জুড়াই তোমার দুঃখ,—
তব হৃদয়ের জ্বালা করিহে বিনাশ।
তুমি হে বিটপি যদি পারিতে বুঝিতে,
আমারো কত যে দুঃখ তা হ'লে জানিতে!

উপমা।

একদা প্রেয়সী হাসি সুধা হাসি
সুধাইল মোরে সুধার স্বরে—
"বলনা আমারে বুঝায়ে কাহারে
উপমা কহে সে পণ্ডিতবরে।"

পাঠ্য পুঁথী খানি রহিল পড়িয়া,
পদ্ম আঁখি দুটি হইল স্থির,
হাসিটুকু আসি আগ্রহে ডুবিল,
নয়নে ঘেরিল কৌতুক-নীর।

"অভিধান আমি দেখেছি যতনে—
অভিধান-কথা বুঝিতে নারি,
বুঝাইলে মোরে সরল ভাবেতে
তবেত মরম বুঝিতে পারি।"

এতেক কহিয়া প্রেয়সী আমার
রহিল চাহিয়া উত্তর আশে ;
সে রূপ অন্তরে পশিল আমার
উজলিয়া মোর হৃদয়াকাশে।

উছলিল মোর প্রণয়-জলধি,
তাহাতে তরঙ্গ ছুটিল বেগে,
নানা ছাঁদে কিবা খেলিতে লাগিল
চিন্তার বিজলী ভাবের মেঘে।—

(উত্তর)—যথা শোভা পায়, নীল মেঘ গায়,
সন্ধ্যার আগেতে সন্ধ্যার তারা,
যথা সরোবরে, সলিল উপরে,
ভাসে কুমুদিনী তরঙ্গ-হারা।

যথা মরুমাঝে শোভে শ্যাম দীপ—
জুড়ায় পথিক-তাপিত-আঁখি,
যথা বনফুল শোভে বনস্থলে
শ্যামলতা পরে শিরটি রাখি।

যথা নিরজনে কুসুম-কাননে,
বিমল-সলিলা সরসী মাঝে,
পূর্ণচন্দ্র-লেখা হাসি দেয় দেখা,
সাজায়ে নিশিরে রজত সাজে।

যথা কাল রাতে শোভে আল করি
অমূল্য মাণিক রাজার নিধি,
যথা দীন-হৃদে—এ ঘোর সংসারে—
আশামণি সেই দিয়াছে বিধি।

তুমি রে তেমতি—প্রেয়সি আমার—
পরাণ-পুতলি—আঁখির তারা—
বিরাজিছ এই হৃদয়-মাঝারে
আঁধার নিশির আলোক পারা।

বিষতরু।

নবীন !*

কত সাধে রোপেছিলে সুখের কাননে
সুকুমার তরুটিরে কতই যতনে!
কত বারি দিতে তায়,—
পাছে সে শুকায়ে যায়—
প্রাণের ছায়াতে তাই রাখিতে গোপনে।

নবীন!

সেত না তোমারে তবু দিলেক কখন
সুশীতল ছায়াতলে জুড়াতে জীবন।
এত দুঃখ তবু তারে,
প্রেমাদরে বারে বারে,
রাখিতে কাননমাঝে করিয়া যতন।

---

* হত্যাকারী।

নবীন!

মরুতে সরসী কাটা হইল তোমার!—
ফলিল না আশালতা—বৃথা যত্ন আর।
নিদাঘে জুড়াতে গেলে,
অমনি জ্বলিয়া এলে,—
সে যে নহে সুখতরু—বৃক্ষ বিষাধার!

নবীন!

সাধের আশ্রিত তরু—স্বহস্তে তাহায়
ধরিয়া কুঠার নিজ কাটা কিহে যায়?
কিন্তু যে বিষের জ্বালা!—
জীবন করিল কালা,—
সকল কানন-তরু বিনাশিল তায়।

নবীন!

আর কি বাঁচিয়ে সুখ এ মরু মাঝারে?
আর কি পা'বে সে তরু—কাটিলে যাহারে?
কেমনে সে তরুমূলে
বলনা ফেলিবে তুলে,
প্রাণ শুদ্ধ ফেল তবে উপাড়ি তাহারে।

ঐ।

কি হ'বে ও পাখী আর পিঞ্জরে রাখিয়ে ?—
দাওনা ছাড়িয়ে ওরে যাক্ ও উড়িয়ে।
দেখিছ না দশা তার,
ও পাখী কি গা'বে আর,—
উহার জন্মের সাধ গেছে ফুরাইয়ে ;
দাও পাখী ছেড়ে দাও যাক্ ও উড়িয়ে।—
যথা প্রিয়জন আছে,
যাক্ পাখী তার কাছে,—
যুড়াক্ মনের দুঃখ তাহারে কহিয়ে ;
দাও পাখী ছেড়ে দাও যাক্ ও উড়িয়ে।

কাননের পাখী ও যে থাকিত কাননে,
কে জানে পিঞ্জরে ওরে পূরিল কেমনে।

যাহার এমন বিধি,
সে বড় নিদয় বিধি,—
গড়িয়ে আপন হাতে জ্বালায় দহনে ;
কাননের পাখী ও যে থাকিত কাননে।—
কাননে যাহার বাস,
কানন যাহার আশ,—
কানন-সুষমা যার সতত নয়নে
ভাসিতেছে নানা বর্ণে—
ফলে ফুলে শ্যাম পর্ণে—
কানন-সঙ্গীত যার সতত শ্রবণে।
এ হেন বনের পাখী
পিঞ্জরে বাঁধিয়ে রাখি,
কেন এ যাতনা তারে দিবে অকারণে ;—
দাও পাখী ছেড়ে দাও যাক্ সে কাননে।

ওই যে তরঙ্গময় অকূল সাগর,—
লয়ে যাও পাখী সহ পাখীর পিঞ্জর ;
যাইয়া নির্জ্জন তীরে,
খোল দ্বার ধীরে ধীরে,
মুক্ত কর পাখীটিরে—পাখী সে কাতর ;—

আর সে রহিতে নারে পিঞ্জর ভিতর।
পাখী যে প্রাণের ঘায়
কি জ্বালা সতত পায়—
প্রকাশিতে নারে পাখী—বড়ই কাতর ;
খুলিলে পিঞ্জর-দ্বার,
বিস্তারিয়ে পক্ষ তার,
দেখিবে নিমেষে পাখী সাগর-উপর,
উঠিয়া মেঘের গায়,
ছুটিবে নক্ষত্র প্রায়,—
দেখিতে দেখিতে পাখী প্রফুল্ল অন্তর—
সাধের কাননে গিয়া
নিরখিবে প্রাণপ্রিয়া—
নিরখিবে আর যত বিহঙ্গ সুন্দর ;—
চিত পুলকিত হ'বে,
সঙ্গীত বর্ষিবে সবে,
সবে মিলি বনমাঝে গা'বে নিরন্তর ;
ছেড়ে দাও বিহঙ্গেরে—বড় সে কাতর!

গীত ।*

চল সব সখী মিলি যাই সে নিকুঞ্জবনে ;
বাজায় মুরলী যথা মুরারি মধুর স্বনে।
যথায় মলয় আসি,
লুটিছে সৌরভ-রাশি,
উড়াইছে অবিরত বিনোদ বাঁশরী-তানে।
যথায় বিপিন মাঝে,
নানাবর্ণ ফুল-সাজে,
অস্থির সে তরুকুল ভেটিবারে ব্রজাঙ্গনে।
যথায় যমুনা সঙ্গে,
খেলিছে সমীর রঙ্গে,
ডাকিতেছে পিককুল আকুল বকুল-ঘ্রাণে।
এ নব বসন্তে আজি,
প্রমুদিত বনরাজী,—
ছাড়িয়ে সখার সঙ্গ রহিব গৃহে কেমনে।

---

* সিন্ধুড়া—মধ্যমান।

আইস ব্রজের বালা,
আবিরে পুরিয়ে থালা,
চল সবে খেলি হোরি আজি সেই হরি সনে।
পর লো রঙ্গিল বেশ,
বাঁধ লো চিকণ কেশ,
রঙ্গিল আবিরে ভর কুঙ্কুম যতনে;
রঙ্গিল সলিল দিয়া,
ভর পিচকারী গিয়া,—
রঙ্গিল করিব কালা আজি রঙ্গ বরিষণে;—
যমুনার কৃষ্ণ জল,
তরুলতা বনস্থল,—
সব রঙ্গাইব মোরা আজি এই বৃন্দাবনে।

১১১

যন্ত্রীর বিলাপ।

কত কাল প্রিয়ে আজি গাহিনু এমন।

এ তন্ত্রী ধরিয়া বুকে,

জলাঞ্জলি দিয়া সুখে,

কত বার শুনাইনু মধুর নিক্বণ।

এ ভব-জলধি-তীরে

বসি একা ধীরে ধীরে

জাগাইনু, প্রিয়ে, কত তরঙ্গ ভীষণ;—

কত জনে আঁখি-জলে

ভাসানু সঙ্গীত-বলে,—

ব্রহ্মাণ্ড মাতিয়া গীত করিল শ্রবণ।

কিন্তু তব পাশে গিয়ে

নারিনু শুনাতে, প্রিয়ে,—

বৃথা এই যন্ত্র মম। বৃথা এ জীবন!—

তাহ'লে কৃতান্ত-হৃদি

দ্রবিতাম, প্রাণনিধি,

প্রকাশিয়ে হৃদয়ের অনন্ত বেদন;

এক বিন্দু আঁখি-জলে

যদি সেই নীলোৎপলে

পারিতাম ভিজাইতে থাকিতে জীবন!

নহে এ জগৎ-যশে কিবা প্রয়োজন!

সে আশা, হৃদয়-ধন, বুঝি না পূরিল!

ধরি উদাসীন-বেশে

ভ্রমিলাম কত দেশে,—

কোথাও তোমার দেখা তবু না মিলিল!

এ চির যোগীর সাজে

পশিনু বিজন মাঝে,

উঠিনু পর্ব্বত-শিরে গাহিতে তথায়;

দেখিনু গগন-তলে,

মিলি কাল মেঘদলে

আচ্ছাদিল বনভূমি অকাল নিশায়;

তাহাতে তড়িত-রেখা
কত ছাঁদে দিল দেখা,
বজ্রানলে ভরা মেঘ মন্ত্রিতে লাগিল।
ভেদি সে নিবিড় তম,
হৃদয়-উচ্ছ্বাস মম
জাগিয়া তন্ত্রীর তানে গগন স্পর্শিল।

•

উদ্যানে সরসী যথা,
চাঁদনী নিশায় তথা
বসিনু বিটপিমূলে নির্জ্জন পুলিনে ;—
শ্যামল পুলিন-কায়া,
জ্যোৎস্নায় পল্লব-ছায়া,
কুসুম কৌমুদী-মাখা বিনোদ বিপিনে।

•

অন্ধকার পাশে আল
অন্তরে লাগিল ভাল,
পুনঃ সে বিগত স্বপ্ন জাগিল হৃদয়ে ;
পুনঃ তন্ত্রী বুকে নিয়ে,
হৃদি-সুরে মিলাইয়ে,
গাহিনু সুখের গীত দুঃখের সময়ে।

গাহিতে গাহিতে পরে

দেখিনু সে সরোবরে—

জ্যোৎস্নাবিভাসিত বারি উঠিল কাঁপিয়া ;

কাঁপিয়া উঠিল শশী,

সরসী-হৃদয়ে বসি,

শিহরি গগন পানে দেখিনু চাহিয়া—

কোথা শশী কোথা আল !—

মেঘেতে গগন কাল,

একা আমি ভ্রমিতেছি ভুবন মাঝার।

কোথা যে রহিলে, প্রিয়ে,

জন্মশোধ পাসরিয়ে,—

এ জনমে বুঝি দেখা না হইল আর !

উত্তর ?

কবি-বাক্য হয়—
চক্ষুঃ কথা কয়,—
সে কথা বদন নারে ;
ভাবিতাম এই
কবির কল্পনা,—
এ নাকি হইতে পারে ?
কিন্তু এক দিন,
বসন্ত সময়,
বসিয়া তটিনী-তটে,
নর নারী এক—
নবীন নবীনা—
খুলি হৃদি অকপটে,

বসি একাসনে,
মধুর বিজনে,
কহিবারে ছিল কথা;
অন্তরালে থাকি
শুনিনু সকল,
একাকী দাঁড়ায়ে তথা।

কহিতে কহিতে,
উভয়ের স্বর
হইল মৃদুল অতি,
অতি ধীরে ধীরে
যুবা যুবতীরে
কহিছে করিয়া নতি—

"বল দেখি প্রিয়ে,
শপথ করিয়ে,
আমারে কি ভাল বাস?"
"কহ দেখি মোরে,
মোর দিব্য করে,
তব চিত্ত কার পাশ?"

এতেক কহিয়া
হইল নীরব
যুবক যুবতী পরে ;
শুধু কল্লোলিনী
কুলু কুলু ধ্বনি—
শুধু বায়ু রব করে ;
শুধু আঁখি আঁখি—
হ'ল দেখা দেখি—
আঁখি পালটিতে নারে ;
মেঘ হ'তে মেঘে
ছুটিল বিজলী—
সে রূপ বুঝাব কারে !
উভয়ের শির
উভয় উপরি
ক্রমেতে পড়িল ঢলি ;
রোষ না করিল,
উত্তর না দিল,
নর নারী গেল চলি।

নিষ্ফল তরু।

ওই যে তরুটি রয়েছে তথায়—
রোপেছিনু আমি আপন করে,
কত যে যতন করেছি উহায়,
মনে হ'লে প্রাণ কেমনি করে!

না জানি কে বীজ করিল বপন,
কেমনে আইল কাননে মম,
একদা একাকী করিতে ভ্রমণ
দেখিনু তরুণ তরু বিষম।

তথা হ'তে তারে তুলিয়ে তখন
কানন মাঝারে রোপিনু আসি,
সাধের তরুরে করিতে যতন,
স্বকরে সকল পাদপে নাশি।

কিবা শীত কিবা নিদাঘ-তপনে,
সিঞ্চেছি সতত সলিল মূলে,
এই আশা-বাসা বেঁধেছিনু মনে—
শোভিবে শেষেতে সুফল ফুলে।

দিন দিন তরু হইল বিশাল,
ব্যাপিল গগনে তপন-কায়,
ভাবিলাম বুঝি এ পোড়া কপাল
এত দিনে আজি ফলিল, হায়!

কেমনি যে আশা—কেমনি ছলনা—
নারিনু বুঝিতে বিধির বিধি,
না পূরিল মম হৃদয়-কামনা—
ফলিল না তাহে সে ফল-নিধি।

শুনেছি পাদপ বাড়িলে ত্বরায়,
তাহাতে কখন ফলেনা ফল,
তাই শাখা-শির ছেদিনু কোথায়,
তাহে সে ধরিল দ্বিগুণ বল।

কি আর করিব নাহিক উপায়,
তথাপি যে আশা রহিল মনে ;
দিন দিন তরু বাড়িছে হেথায়—
কেমনে পাসরি হৃদয়-ধনে !

এবে আর বারি ঢালি না যে তলে,
না করি এখন যতন তায়,
তপন-কিরণে তবু নাহি জ্বলে—
তবু যে ধরিছে বিশাল কায়।

দিবা নিশি দেখ আঁধার কানন,
রবি-কর তাহে পশিতে নারে ;
যতনের ধন করিল এমন,—
এ দুঃখ আমার কহিব কারে !

বারি বিনা তরু বাড়িছে এখন
সদা ভূমি-রস নিরসি, হায় !
তরুমূল-কুল ব্যাপিয়া কানন
বিদারিছে ভূমি-হৃদয় তায়।

কত কাল, হায়, করিনু যতন—
কত কাল আমি রহিনু আশে,
হৃদয়ে পশিল নিরাশা-বেদন,
আঁধার ঘেরিল হৃদয়াকাশে।

সুখচর।

যথা রম্য মরুদ্বীপ মরুভূমি মাঝে
জুড়ায় পথিক-আঁখি শ্যামল শোভায়,
এ স্মৃতি-নয়ন-পথে তুমিও তেমনি,
সুখ-ধাম সুখচর—সতত সুন্দর!
তব সেই সরোবর—কুসুম-কানন—
বিশাল-রসাল-রাজী—চির দিন তরে
কে যেন রোপেছে আনি হৃদয়ে আমার!
যখনি সংসার-তাপে জ্বলে এ অন্তর,
ফিরাই কাতর আঁখি জুড়াইতে জ্বালা,
অমনি নয়নে ভাসে সেই সব শোভা;—
সমীরণ-আন্দোলিত কুসুম, পল্লব,
সরসী-শীতল-বারি, তৃণ সুশ্যামল।
বহু দিন হ'ল আজি,—এখনো তেমনি,—
নারিব ভুলিতে তোমা থাকিতে জীবন!

আর কি আসিবে ফিরে সে সুখ সময় ?—
জানিনা অদৃষ্টে মম লিখেছে কি বিধি !
আর কি ভ্রমিব আমি সে ফুল্ল হৃদয়ে
মধুর বিজন স্থানে—বৃক্ষাবলি মাঝে ?
মরি কি সুখের দিন গিয়াছে চলিয়া !—
স্মৃতি মাত্র রেখে গেছে তুষিতে হৃদয়।

মধুর বসন্ত-নিশি—প্রভাত মধুর—
মধুর ঘুমের ঘোরে পশিত শ্রবণে
অস্ফুট বিহঙ্গ-কুল-কাকলি-লহরী
বাতায়ন-সন্নিহিত শাখাদল হ'তে,
মাঝে মাঝে সকরুণ "বউ কথা কও !"—
"বউ কথা কও !" রবে ব্যথিত হৃদয় ;
ভাবিতাম এত কি রে বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা—
এত যদি বাজে প্রাণে, তবে কি কারণ—
মিছা দোষে—মিছা ভ্রমে—মানেতে মজিয়ে,
প্রিয়জনে প্রিয়জন দেয় এ যাতনা ?

শুনিতাম সুখে শুয়ে এ সকল রব
নীরব সময়ে সেই ;—প্রভাত সমীর—
গঙ্গার তরঙ্গ-ভঙ্গ নির্জ্জন পুলিনে—
অবিরাম সেই ধ্বনি স্বপনের মত—

নিশায়ে মধুর তানে স্বচ্ছ স্ফটিকের
দুল্যমান ঝালরের ঠুন্ ঠুন্ স্বনে,
ধীরে ধীরে প্রবেশিত শ্রবণ-কুহরে,—
আবার ঘুমের ঘোরে মুদিতাম আঁখি।
ক্রমে দিক্ পরিষ্কার; বিহঙ্গ-কূজন,—
গ্রামবাসি-কোলাহল বাড়িতে লাগিল;
মাঝে মাঝে যাত্রীতরে নাবিক-চীৎকার
শুনা যায় মুহুর্মুহুঃ জাহ্নবী উপরে।—
এইরূপে পোহাইত সুখদ যামিনী।

উষার কোমল বিভা শোভিলে গগনে,
যেতাম প্রফুল্ল মনে ভাগীরথী-কূলে,
দেখিতে তরঙ্গ-রঙ্গ প্রভাত সমীরে—
প্রকৃতির চারু শোভা ভুঞ্জিতে বিরলে।

ক্রমেতে উঠিত রবি কিরণ বিস্তারি,—
কষিত কাঞ্চন যেন সোহাগে গলায়ে
ঢালিত গগন-গায় পূর্ব্বদিক্ ব্যাপি,
নির্ম্মল সরসী-জলে—শ্যামল পাতায়
সুবর্ণ-বারির ছটা দিত ছড়াইয়া;
অবশেষে তটিনীর তরঙ্গনিকরে
অযুত তপন-রশ্মি পড়িত আসিয়া।

সেই সে স্বর্ণ-রাগে হইয়া জড়িত,
অসংখ্য লহরী-মালা দিক্ দিক্ করি
নাচিতে লাগিত রঙ্গে জাহ্নবী-হৃদয়ে।
ক্রমে সেই রবি-কর হইলে প্রখর,
পশিতাম হৃষ্ট মনে আপন মন্দিরে।
পুরাতন বাটী সেই—তটিনী-পুলিনে;
তিন দিকে লতা পাতা, কুসুম-উদ্যান,
পশ্চিমে সরিৎ গঙ্গা—সোপান উপরে,
লৌহময় দ্বার তায় প্রবেশিতে পুরে।
রম্যস্থান—রম্য বাটী—রম্য সে তটিনী!—
জীবন স্বপন মত বহি যায় হেথা!
মধ্যাহ্ন-মিহির-করে ধরণী যখন
জ্বলন্ত-অনল-রূপ করিত ধারণ,
নীরব বিহঙ্গ যত,—কেবল কোথাও
অমঙ্গল-রূপী সেই কালান্ত-বাহন
বায়সের কা! কা! রব—তৃষিত চাতক-
সকাতর-মৃদুস্বর সুদূর হইতে
অবিরত প্রবেশিত শ্রবণ-কুহরে,—
জুড়াতে নিদাঘ-জ্বালা বসিতাম গিয়া
বিশাল-রসাল-মূলে নির্জ্জন কাননে;

পার্শ্বে স্বচ্ছ সরোবর—তাহার পুলিনে
সুশ্যামল তৃণদল দুলিছে বাতাসে—
দুলিছে পল্লব-ফুল—লাগিছে অঙ্গেতে
শীতল দক্ষিণ-বায়ু ঝুর্ ঝুর্ করি ;
নীরবে ঝরিছে পাতা—ধরিছে ধরণী—
জগত-জীবের মাতা—যতনে অঙ্কেতে।
মর্ মর্ পত্র-শব্দে—শীতল ছায়ায়,
মুদি আঁখি দেখিতাম কতই স্বপন—
কতই কোমল ভাব উঠিত এ মনে—
কেমনে—কাহারে আমি কহিব প্রকাশি—
বুঝিবে বা কেবা। জ্বলিলে সংসার-তাপে,
হৃদয়-জ্বালায় যদি যাই কার কাছে,—
প্রিয়জন, প্রিয়বন্ধু, প্রিয় সহবাসে
দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠে সে জ্বালা আমার!
শুদ্ধ মা তোমার শান্ত শ্যামল মুরতি
দেখিলে নয়নে মোর জুড়ায় জীবন!
আর কিছু এ সংসারে ভাল নাহি লাগে!
বৃক্ষ-অন্তরালে ক্রমে নামিলে তপন,
ব্যাপিলে সুখদ ছায়া ধরণী-অঙ্গেতে,
উঠিতাম তথা হ'তে। সরসী-উত্তরে

আছে এক তীর্থ রম্য, পূর্ব্ব পাশে তার

একটি বকুল গাছ—দেখিতে সুন্দর,

নিবিড় পাতায় ঢাকা, নবীনবয়স,

অসংখ্য বকুলফল রাঙ্গা রাঙ্গা তায় ;

নীল, পীত, নানা বর্ণ ক্ষুদ্র পাখী কত,

রাঙ্গা ফল লোভে আসি বকুল-শাখায়,

বসিয়া মনের সুখে গায় নিরন্তর।

এই তরুতলে আসি বসিয়া তখন,

শীতল-সলিল-মাখা মন্দ সমীরণ

সেবিতাম মনসুখে সোপান উপরে,

দেখিতাম স্বচ্ছ জলে মৎস্যদের ক্রীড়া,

মৎস্যরঙ্ক-মৎস্যধরা—আরো শোভা কত ;—

মধুর শীতল ভাব উপজিত মনে।

পরে বেলা ঝিক্ মিক্ করিয়া আসিলে,

ত্যজি সে বকুল তরু—ত্যজি সরোবর—

যেতাম জাহ্নবী-কূলে মনের আনন্দে,

দেখিতে তপন-অস্ত তরঙ্গিণী-পারে—

দ্বাদশ-মন্দির-পাছে—অপূর্ব্ব সে দৃশ্য !

প্রাচীন দেউল সেই—কৃষ্ণ-শ্বেত-বর্ণ—

সম্মুখে দ্বাদশ ক্ষুদ্র পাদপ সুন্দর ;

দক্ষিণ-বাহিনী গঙ্গা বহিছে নিম্নেতে,—
পবিত্র তটিনী-বারি—মোক্ষদা মহীতে ;
পশ্চাতে বৃক্ষের শ্রেণী সুদূর বিস্তৃত।
দেখেছে যে এক বার এই রম্য স্থানে
রবি-অস্ত-শোভা, কভু নারিবে ভুলিতে।
এক দিন সূর্য্য-অস্ত দেখিবার আশে
গেলাম গঙ্গার কূলে, দেখিনু গগনে
নাহিক তপন,—শুদ্ধ নীল মেঘ যত
নিবিড় ব্যাপিয়া নভে বহ্নি-প্রান্ত প্রায়।
আগ্নেয় নক্ষত্র এক দেখিনু সহসা
ফুটিয়া নীরদ-চাপ্ জ্বলিতে লাগিল ;
বিস্ময় হইনু হেরি সে দৃশ্য গগনে!
ক্রমশঃ বাড়িল তারা—বোধ হ'ল যেন
অগ্নিময় রাজ্য এক আছে মেঘ-পাছে।
তপন-মণ্ডল শেষে হইল বাহির!
চারিদিকে নীল মেঘ—সে মেঘের গায়
সুদীর্ঘ সুবর্ণ ছটা পড়েছে আসিয়া।
ক্রমে নীল তল হ'তে গোলাপ-রঞ্জিত
বিচিত্র গগন-গায় নামিল তপন—
সুবর্ণের চাপ্ যেন—মধ্য দেশ তার

বিভক্ত শ্যামল মেঘে,—দৃশ্য মনোহর!
অবশেষে তাম্রবর্ণ ধরিয়া তপন
ডুবিল মন্দির-পাছে দেখিতে দেখিতে।
দিবা অবসান। ক্রমে আইল যামিনী;
পক্ষিগণ নিজ নিজ কুলায় পশিল;
সন্ধ্যার উজ্জ্বল মণি শোভিল গগনে;
নৌকায় জ্বলিল দীপ—সহস্র আলোক
ভাতিল বিমল জলে জাহ্নবী-হৃদয়ে;
শান্ত-ভাব ধরি মহী লভিল বিরাম।
হইলে চাঁদনী রাতি, উঠিত যখন,
রজতের চাপ্ সম, বৃক্ষ-অন্তরালে,
ভুবনমোহন সেই সুধাংশু সুন্দর,
হাসিত কুসুম-কুল—হাসিত কানন,
হাসিত জাহ্নবী দেবী—হাসিত গগন,
কুসুম-স্তবক মাঝে পশিয়া দুজনে—
আমিও আমার প্রিয়া—তুলিতাম কত
মল্লিকা, মালতী, যূথি, সুগন্ধি কুসুম;
সেই সে ফুলের দল একত্র মিশায়ে
মনোহর মালা প্রিয়া গাঁথিত যতনে;
দেখিতাম কাছে বসি কিবা চন্দ্রালোকে

বিমল-চন্দ্রিকা-মাখা কুলবল পাশে
প্রেয়সীর মুখচন্দ্র হয়েছে মধুর!—
অনিমিষ মুখ পানে থাকিতাম চাহি।
অবশেষে সেই মালা দিতাম পরায়ে
দুজনে দুজন-গলে প্রেমের সোহাগে,—
হাত ধরাধরি করি পশিতাম গৃহে।
যথা সেই স্তম্ভপ্রান্ত অর্দ্ধচন্দ্রাকার
মর্ম্মর-খচিত-তল প্রকোষ্ঠ সুন্দর,
বসিতাম গিয়া তথা। সম্মুখে জাহ্নবী,—
অবিরাম বীচি-রব পশিছে শ্রবণে,
হু হু করি সমীরণ বহিছে তথায়,
উদাস করিছে মন,—এ সংসার হ'তে
কোথা যেন অন্তরিত করিয়া রাখিছে।
প্রহরান্তে পশিতাম শয়ন-মন্দিরে,
লভিতে সুখদ নিদ্রা সুখদ শয্যায়;
দেখিতাম চন্দ্রালোকে উজ্জ্বল সে গৃহ—
নিদ্রিত গৃহস্থ সব—নীরব জগত;
কেবল কখন সুদূর বাজনা-শব্দ,
কভু বংশীধ্বনি, কভু নাবিক সঙ্গীত
নিথর আকাশ-তলে তুলিছে তরঙ্গ;

মধুর বসন্ত-বায়ু বহিছে মধুর
কাঁপায়ে জাহ্নবী-হৃদি—নাচায়ে পল্লব ;
অবশেষে নিদ্রাবেশে মুদিয়া নয়ন
সুখের স্বপন-স্রোতে যেতাম ভাসিয়া।

কভু বা সন্ধ্যার আগে পশিয়া কাননে
বসিতাম শিলাতলে ভাগীরথী-তীরে।
কহিত আমারে প্রিয়া, "দেখ কেবা আগে
দেখিবারে পায় তারা একটি আকাশে।"
একদৃষ্টে দুই জনে আকাশের পানে
একটি তারার আশে থাকিতাম চেয়ে।
দেখিলে একটি তারা প্রেয়সী আমার
করতালি দিয়া উঠি সদর্পে কহিত,
"দেখেছি আগেতে তারা—ওই যে আকাশে!"
এই মত কত দিন যাপিনু তথায়।
আর কি সুখের দিন আসিবে ফিরিয়া?—
না এ জন্মের মত গিয়াছে চলিয়া?

প্রেম-নিমজ্জন।

রম্য উপবনে—রম্য জলাশয়-ধারে—
দেখিনু কে যেন এক রয়েছে বসিয়া;—
পাগলের মত বেশ,
পাগলের মত কেশ,
পাগলের মত কর ভূতলে পাতিয়া
একদৃষ্টে বারি পানে রয়েছে চাহিয়া।
কভু কাঁদে কভু হাসে,
কভু বা করুণ ভাষে,
অনুরাগে গলে যেন সম্ভাষি কাহারে,
আপন মনের কথা—
আপন মরম-ব্যথা—
কত মতে কত ভাবে জানায় তাহারে!
সহসা সে ভাব গত,
আবার পূর্ব্বের মত,
একদৃষ্টে বারি পানে চাহে হেরিবারে—

না জানি কি খনি-যোনি—
অমূল্য রতন-মণি—
না জানি কি বিধি-নিধি সে জল মাঝারে,
না মিলে ডুবিলে যাহা সংসার-পাথারে।

বিজন প্রদেশ সেঁই—বিজন কানন!—
সকলি পাদপময়—অতি সুশোভন!—
বিটপে বিটপী নত,
তাহে পুষ্প নানামত,
একটিও ফল কিন্তু না করে ধারণ,—
একটি মুকুল নাহি হয় কদাচন।
কেবলি কুসুম ফুটে,
কেবলি সুবাস ছুটে,
কেবলি ঝরিয়া পড়ে বনের রতন,
কে করে গৌরব তার—কে করে যতন।
বসি পাখী ডালে ডালে—
এক সুরে এক তালে—
এক ঠাটে এক কালে—
মধুর করুণ কণ্ঠে গায় অনুক্ষণ;—
বিচিত্র বিহঙ্গ তা'রা বন-অভরণ!—

বন ছাড়ি নাহি যায়,

বনেতেই সুখ পায়,

বনের বরণ পাখী—বনের মতন ;

সেই তার সুখ-ধাম—সেই নিকেতন।

তথায় সমীর অতি করুণ-নিস্বন,—

অবিরত কাঁপাইছে তরুলতাগণ ;

অবিরত বহিতেছে,

সুসৌরভে ভরিতেছে,

শুষ্ক পত্র উড়াতেছে,—

অবিরত নাচাতেছে তড়াগ-জীবন

জলজ-সুন্দরী-দলে দিয়া আলিঙ্গন।

জলের শবদ তথা,

বিহঙ্গ-অস্ফুট-কথা,

সমীর-নিস্বন যথা,

নহেত স্বতন্ত্র কেহ শুনায় কখন,—

এক শব্দে পরিণত—চিত্ত বিমোহন।

রম্য উপবনে এই—জলাশয় ধারে,

দেখিনু রয়েছে যুবা একাকী বসিয়া ;—

স্থির ভাবে নত শিরে,
একদৃষ্টে দেখে নীরে,—
জগত সংসার যেন অলে পাসরিয়া
পাগলের মত তথা রয়েছে বসিয়া।

বড়ই কৌতুক মনে জন্মিল তখন,
জিজ্ঞাসিনু মৃদুস্বরে করি সম্ভাষণ—
"কহ কে সুজন তুমি,
"আসি এ বিজন ভূমি,
"একাকী সরসী-তীরে বসিয়া এমন
একদৃষ্টে দেখিতেছ সরসী-জীবন?"
সুধাইনু বারম্বার,
তবু কথা নাহি তার—
তবু না উত্তর মোরে করিল অর্পণ.
ভাবিনু পাগল বুঝি হ'বে সেই জন।

তাই ভাবি পুনরায়
জিজ্ঞাসিনু ডাকি তায়,
কেন এ বিচিত্র ভাব করি বিলোকন?—
কেন এ নিরর্থ কার্য্যে মুগ্ধ তব মন?

অমনি ভ্রুকুটী করি,
ধ্যানধর্ম্ম পরিহরি,
রোষ-বিস্ফারিত নেত্রে করি নিরীক্ষণ,
দারুণ মনের ভাব জানায় আপন।
ক্ষণপরে পুনরায়,
চিত্রিত পুতলি প্রায়,
সরসী-সলিল-ধ্যানে হইল মগন,
আবার ভুলিল সব জগত-স্বজন।
ক্রমে মম কৌতূহল
হৈল অতি সুপ্রবল,
উচ্চৈঃস্বরে ডাকি তারে কহিনু বচন ;
অমনি গর্জ্জিয়া উঠি সরোষে সে জন
ধাইল আমার পানে,
অকারণ শত্রু জ্ঞানে ;—
নিকটে আইল যবে করি আস্ফালন,
করিনু তাহারে আমি মিষ্ট সম্ভাষণ,—
নহি তব রিপু আমি—
আমি তব শুভকামী—
আমি তব অভিলাষ করিব পূরণ,—
কহ মোরে কিবা তব মানস মনন।

উচ্চ হাসি হাসি যুবা কহিল তখন—
"তুমি মোর অভিলাষ করিবে পূরণ!—
"তুমি সে রতন দিবে?
"কহ কত মুল্য নিবে?
"কোন সিন্ধু মাঝে কহ তাহার জনন?—
"কাহার কিরীট'পরে
"সে রত্ন সুষমা ধরে,—
"কোন্ ভাগ্যবান্-ধনি-হৃদয়-শোভন?
"সে রত্ন আকাশে জ্বলে?
"কিম্বা থাকে বনস্থলে?
"অথবা অতল তলে লুকায় বদন?—
"কোন নিধি দিতে তুমি করেছ মনন?

* * * *

* * * *

"গগন-সাগরে পশি—
"তুলিয়া গগন-শশী—
"কখন কি তুমি মম করে আনি দিবে?
"এ মনের সাধ তবু
"নারিবে পুরাতে কভু,—
"এ বাসনানল তবু কভু না নিবিবে।

"সে রত্ন নাহিক নভে—
"সে রত্ন নাহিক ভবে—
"সে রত্ন রত্নাকরে নাহিক মিলিবে।
"শুদ্ধ এ আঁখির পাশে
"ভুবনমোহিনী হাসে,—
"আর এই জলাশয়ে যামায়ে হেরিবে।
"সে মণি জ্বলিছে যাই,
"জলাশয়ে শোভা তাই,
"তায় অদর্শনে সব আঁধার হইবে;
"কুমুদ কহ্লার যত—
"রক্ত পদ্ম শত শত—
"আর এ সরসে নাহি কথন ফুটিবে—
"আর না মরালকুল কভু সন্তরিবে।"

এত বলি ধরি করে,
লয়ে মোরে সরোবরে,
কহিলেক, "ওই দেখ সরসী-বাসিনী!
"ওই দেখ হাসে জলে!
"ওই যে কি কথা বলে!
"ওই দেখ অশ্রুধারা ফেলে বিষাদিনী!"—

বলিতে বলিতে তার
আঁখি-জল আগন্নার
বেগেতে বহিল বক্ষে—যেন প্রবাহিণী ;
বিষাদে ডুবিল চিত্ত—আঁধারে মেদিনী !

১

"কহ প্রিয়ে কিবা দুঃখ !—
"কেন আজি ম্লান মুখ ?—
"কে ডুবালে সুখতরী বিষাদ-সাগরে ?
"যখনি যে ভাবে চাই,
"তখনি দেখিতে পাই,
"হাসির হিল্লোল সদা খেলে বিম্বাধরে !
"সে হাসি কোথায় আজি !
"কোথা কুন্দ-দন্ত-রাজী !
"কি জ্বালা পশিল প্রিয়ে মরম-ভিতরে ?—
"কহ মোরে কৃপা করি
"এ দুঃখে কেমনে তরি,—
"কোন্ মন্ত্রে আনি তোমা হৃদয় উপরে ?"—

"জগত সংসার আমি করিনু ভ্রমণ,—
"কোথা না পেলাম, প্রিয়ে, তব দরশন !

"তবে এ জীবন-ভার
"কি কাজ বহিয়া আর ?—
"আজি এই বারি মাঝে দিব বিসর্জ্জন !"
এত বলি যুবা জলে হইল পতন।

* * * *

* * * *

কাঁপিল প্রকৃতি-কায়া—
সুন্দর প্রকৃতি-মায়া—
দেখিতে দেখিতে সব হইল স্বপন।
বন-শোভা লুকাইল,
জলাশয় শুকাইল,
মরু সম হ'ল সেই রম্য উপবন।

কালবৃক্ষ।

ঘূরিয়া ঘুরিয়া ঝরিতেছে পাতা,
খসিয়া খসিয়া বহিছে বায়ু;
কাল হ'তে পল পড়িছে খসিয়া,—
ক্রমশঃ যেতেছে জীবের আয়ু।

সকলি যেতেছে—সকলি যাইবে—
এ জগত মাঝে রবেনা কেহ,
আশার আনন্দ—নিরাশা-বেদনা—
ধূলাতে লুটাবে সোণার দেহ।

এই যে তখন দেখিনু প্রভাতে,
রঞ্জিয়া গগন অপূর্ব্ব রাগে,
উঠিল তপন—সোণার বরণ,—
সে চিত্র এখনো হৃদয়ে জাগে।

কোথা সে উষার সুষমা এখন,
কোথা সে ললিত লোহিত বিভা,
দেখ না ভুবন ভরিছে আঁধারে—
নিশিতে বিলীন হতেছে দিবা।

এই যে সে দিন হৃদয় মাঝারে
রোপিলে যতনে আশার তরু,
না ফলিতে ফল শুকাল পাদপ,
সে হৃদি এখন হইল মরু।

এই যে সে দিন খোদিলে কাননে
সুন্দর সরসী সলিলে ভরা,
নিদাঘ আইল—শুকাল সলিল—
নীরস হইল সরস ধরা।

ভালবেসে তারে প্রাণেরো অধিক
সুখ আশে আমি সঁপিনু প্রাণ,
নিদয় হইয়ে গেল সে চলিয়ে—
এ হৃদি করিয়ে চির শ্মশান।

ভেবেছিনু আমি সখার সহিত
যাপিব যামিনী জাগিয়া থাকি,
নিদ্রিত দেখিয়া গেল সে চলিয়া—
জনমের মত দিলেক ফাঁকি !

জাগ্রতের দুঃখ কহিব কাহারে,—
যদি কভু পাই সখার দেখা,
আর না ঘুমাব হয়ে অচেতন—
আর ত নারিবে করিতে একা !

ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঝরিতেছে পাতা—
শ্বাসিয়া শ্বাসিয়া বহিছে বায়ু,
কাল হ'তে পল পড়িছে খসিয়া,—
ক্রমশঃ যেতেছে জীবের আয়ু।

ক্রমশঃ যেতেছে—ক্রমশঃ আসিছে—
ক্রমশঃ ছুটিছে অণুতে অণু,
নূতন হ'তেছে পুরাতন ক্রমে—
পুরাণ ধরিছে নূতন তনু।

মেঘেতে মেঘেতে মিশায়ে যেতেছে—
আলোকে আলোক হ'তেছে লীন,
সিন্ধুর সলিল শোষিছে তপন,
নিশি পাছে পাছে—ছুটিছে দিন।

চির আবর্ত্তন—চির চঞ্চলতা,
নাহিক বিরাম তিলেক তরে,
কেবলি ঘূরিছে—কেবলি ঝরিছে,—
দেখিলে প্রাণ যে কেমনি করে!

ঘূরিয়া ঘূরিয়া ঝরিতেছে পাতা—
শ্বাসিয়া শ্বাসিয়া বহিছে বায়ু,
কাল হ'তে পল পড়িছে খসিয়া,—
ক্রমশঃ যেতেছে জীবের আয়ু।

বহিছে সমীর ঝরিছে পল্লব
ঘূরিয়া ঘূরিয়া বিটপিতলে,
অমনি ধরণী—জগত-জননী—
ধরিছে টানিয়া কোমল কোলে।

দেখিতে দেখিতে হ'ল স্তূপাকার,
আর যে দেখিতে পরাণ কাঁদে,
অমনি করিয়া গিয়াছে ঝরিয়া
যত আশা মোর আছিল হৃদে!

অমনি করিয়া পড়িবে ঝরিয়া
রবি শশী তারা দেখিছ যত,—
অমনি করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া
পড়িবে বিটপি-পত্রের মত।

অমনি করিয়া এ তনু আমার
পড়িবে ঝরিয়া পত্রের কাছে,
অমনি করিয়া খসিবে আমার
যত কিছু প্রিয় জগতে আছে।

বেলা গেল—রবি ডুবিছে ক্রমশঃ
কাল মেঘে কিবা করিয়া আল,
এখনি সে রাগ বিলীন হইবে
ঘেরিলে সন্ধ্যার তিমির-জাল।

এখনো নীরবে ঝরিছে পল্লব,
কতই এখনো ঝরিবে আর,—
এ চির পতন—না জানি কখন
কবে সমাপন হইবে তার।

ঘূরিয়া ঘূরিয়া ঝরিতেছে পাতা—
শ্বাসিয়া শ্বাসিয়া বহিছে বায়ু,
কাল হ'তে পল পড়িছে খসিয়া,—
ক্রমশঃ যেতেছে জীবের আয়ু।

শেষ।

কলিকাতা: নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে মুদ্রিত।